CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

CMYK

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-6 ■ 7 October, 2024 ■ আগরতলা ৭ অক্টোবর, ২০২৪ ইং ■ ২০ আশ্বিন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সংবাদ মাধ্যমের সাথে মুখ্যমন্ত্রীর মতবিনিময়

যানজট মোকাবেলায় আগরতলায় আরও তিনটি উড়ালপুল নির্মাণের পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। শারদোৎসবের প্রাক্ মুহূর্তে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি, সম্পাদক এবং বরিষ্ঠ সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে পরামর্শ গ্রহণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা। তাঁর আশ্বাস, মত বিনিময় সভা থেকে পাওয়া বিভিন্ন পরামর্শ রাজ্য সরকারের কাজে গতি আনতে সহায়ক ভূমিকা নেবে। সাথে তিনি সাংবাদিকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।

রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় সরকারি বাসভবনে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি, সম্পাদক এবং বরিষ্ঠ সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। ওই সভায় সাংবাদিকরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি পদক্ষেপের বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। আইনশৃঙ্খলা থেকে শুরু করে ট্রাফিক ব্যবস্থা এবং পরিকাঠামোগত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাংবাদিকদের ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। রাজ্যের আপামর জনগণের স্বার্থে ওই বিষয়গুলি রাজ্যসরকারকে ভাবতে হবে, এদিন তা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সাম্প্রতিককালে শহর আগরতলায় জ্বলন্ত সমস্যা হল ট্রাফিকি ব্যবস্থা। যানজট মোকাবেলায় প্রায়শই ট্রাফিক পুলিশ নাজেহাল হচ্ছেন। তেমনি, রাস্তায় যান চলাচলের ক্ষেত্রে প্রতিকূলতার মুখোমুখি হচ্ছেন সাধারণ জনগণ। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, আগরতলা শহরের রাস্তার পরিধি অনুযায়ী যানবাহনের সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। রাস্তা বড় করা, কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাই, বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে উড়ালপুল নির্মাণের বিষয়ে ভাবছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, তিনটি নতুন উড়ালপুল নির্মাণের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছে রাজ্য সরকার। সার্কিট হাউস গান্ধী মূর্তির পাদদেশ থেকে রাধানগর স্ট্যান্ড পর্যন্ত। স্বামী বিবেকানন্দ ময়দান থেকে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ এবং পুরাতন মোটরস্ট্যান্ড থেকে মেলারমাঠ পর্যন্ত উড়ালপুল নির্মাণের প্রস্তাব এসেছে। দুর্গোৎসবের পর এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

এদিন তিনি উদ্বেগের সুরে বলেন, নিগো বাণিজ্য ক্যান্সারের মতোই সামাজিক ব্যাধি। কড়া হাতে তার মোকাবেলা করা হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়তই আরক্ষা প্রশাসনকে কড়া নির্দেশ দিচ্ছেন। এদিকে, সাংবাদিকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, সাংবাদিক আক্রান্তের ঘটনা অতীতের তুলনায় অনেকটাই কমেছে। সাথে তিনি যোগ করেন, দুই সাংবাদিক খুনের মামলায়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উৎসবে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, পর্যালোচনা বৈঠক করলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর ।। দুর্গাপূজা সহ দীপাবলি পর্যন্ত উৎসবের এই দিনগুলোকে আলো ঝলমল রাখতে ব্যাপক উদ্যোগ নিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম। গত বছর উৎসবের সময়ে সর্বোচ্চ ৩১০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা থাকলেও এ বছর নিগম ৪১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ মজুদ রেখেছে। যাতে করে উৎসবের দিনগুলোতে নিরন্তর বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদান করা যায়।

পাশাপাশি যেকোনো ধরনের যান্ত্রিক গোলযোগ ঘটলে সঙ্গে সঙ্গেই যাতে তা মেরামত করে ফেলা যায়, সেজন্য অতিরিক্ত কর্মীদেরকেও দিনরাত ২৪ ঘন্টা মজুদ রাখা হয়েছে। অতিরিক্ত ট্রান্সফর্মার, অতিরিক্ত গাড়ি এবং দক্ষ শ্রমিক যেকোনো ধরনের সমস্যা মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকবেন।

রবিবার বিকালে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম লিমিটেডের কর্পোরেট কার্যালয়ে এ নিয়ে এক পর্যালোচনা সভায় নিগমের আধিকারিকদের কাছ থেকে বিস্তারিত তথ্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে গোটা রাজ্যের এজিএম, ডিজিএম এবং সিনিয়র ম্যানেজারদের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত কোন জায়গায় যেন বিদ্যুতের কোন অসুবিধা না হয়, সেজন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশও তিনি দিয়ে রেখেছেন। ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের ব্যবস্থাপক অধিকর্তা বিশ্বজিৎ বসু এই পর্যালোচনা সভায় জানিয়েছেন, উৎসবের দিনগুলোকে আলো ঝলমল রাখতে সর্বাত্মক প্রয়াস জারি রেখেছে নিগম। ইতিমধ্যেই গোটা রাজ্যে মেরামতিকার্য সেরে ফেলা হয়েছে। অতিরিক্ত ট্রান্সফরমারও মজুদ রাখা হয়েছে। এই মুহূর্তে নিগমের মেরামতকারী দলের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পলাতক আসামী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ৬ অক্টোবর।। বিশালগড় থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া এক আসামিকে পুনরায় আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ। তার নাম প্রসেনজিৎ রায়। থানা থেকে পালিয়ে যাওয়া টিএসআর জওয়ানের ছেলেকে পুনরায় ধরে এনে মান বাঁচালো বিশালগড় থানার পুলিশ। অভিযুক্ত প্রসেনজিৎ রায়কে দুর্ঘটনার মামলায় পুলিশ গ্রেফতার করেছিল। কিন্তু সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তার বাবা টিএসআর জওয়ান শান্তি রায়।এ বিষয়ে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সৃজা হাসপাতাল

নিয়ম মেনেই জমি দিচ্ছে সরকার ঃ খাদ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। সরকারি নিয়ম মেনেই বেসরকারি সৃজা হাসপাতালকে জমি দিতে চলছে রাজ্য সরকার। কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।

পশ্চিম জেলার বোধজংনগরে বেসরকারি হাসপাতাল স্থাপনের জন্য এআরডিডি"র প্রায় ২৮ একর জমি দিতে চলছে রাজ্য সরকার। এই জমিতে হাসপাতাল স্থাপন করবে ইম্ফলের সৃজা হসপিটাল এন্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রাইভেট সংস্থা। আর এই হাসপাতাল স্থাপনের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অমান্য করে বেসরকারি সংস্থাকে জমি তুলে দিচ্ছে রাজ্য সরকার। এই অভিযোগ তোলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

তারই পরিপ্রেক্ষিতে রবিবার বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলন করে সুদীপ রায় বর্মনের বক্তব্য খণ্ডন করলেন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে বক্তব্য প্রকাশ করে মন্ত্রী

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন্ত্রিসভার অনুমতি ছাড়াই জমি দিচ্ছে, অভিযোগ সুদীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। বোধজংনগরে এআরডিডি"র ২৮ একর জমি রাজ্য সরকার বেসরকারি হাসপাতাল স্থাপনের জন্য দিতে চলেছে। সরকারি নিয়ম নামে নেই সৃজা হাসপাতালকে এ জমি দিতে চলেছে রাজ্য সরকার। রবিবার এমনই অভিযোগ করলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বলেন, কেবিনেটের অনুমতি ছাড়াই এই কাজটি করা হচ্ছে। সৃজা হাসপাতালকে জমি বরাদ্দ করার জন্য কোন ধরনের সরকারি নিয়ম মানছেন না

মুখ্যমন্ত্রী। তিনি অভিযোগ করেন, কোনো টেন্ডার ছাড়াই ওই বেসরকারি হাসপাতালকে ব্যক্তিগতভাবে এই জমি বরাদ্দ করা হচ্ছে। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট সুস্পস্ট উত্তর দাবি করেন করেন কংগ্রেস বিধায়ক। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

ট্রাফিক পুলিশ হেনস্তা গ্রেপ্তার আরও দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। ট্রাফিক পুলিশকে হেনস্থা করার অভিযোগে আরো দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। উল্লেখ্য শনিবার এক অভিযুক্ত কে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

রবিবার বিকেলে গোপন সংবাদ এর ভিত্তিতে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে এবং সদর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবপ্রসাদ রায়ের যৌথ উদ্যোগে আমতলী থানা এলাকা থেকে আরো দিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের নাম দীপ্তনু দাস এবং অভিজিৎ পাল। সোমবার তাদের আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার।

চাঁদা নিয়ে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা, জারি ১৬৩ ধারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৬ অক্টোবর ।। উত্তর জেলার কদমতলা এলাকায় দুর্গা পুজোর চাঁদা নিয়ে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি। একটি দোকান ও দুটি বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মোতায়ন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ ও টিএসআর। দুর্গাপূজোর চাঁদা নিয়ে রবিবার হঠাৎ করে উত্তপ্ত

কদমতলায়

হয়ে উঠে উত্তর জেলা কদমতলা এলাকা। জানা গেছে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে চাঁদা নিয়ে এই বিবাদ সৃষ্টি হয়। একটি গাড়ি রোগী নিয়ে বহিরাজের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। তখনই গাড়ির চালকের কাছে ৫০০০ টাকা দাবি করে পূজা কমিটির সদস্যরা। গাড়ি চালক টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় স্থানীয় ইন্ডিয়াম ক্লাবের সদস্যরা গাড়িচালক এবং গাড়িতে থাকা লোকজনদের মারধর করে বলে অভিযোগ। একসময় এই বিবাদ চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। শুরু হয় হাতাহাতি।

শুধু তাই নয় অল্প বিস্তর মারপিট ছাড়াও

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্যবসায়ীর মৃত্যু অভিযোগের তীর দমকল কর্মীদের দিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। দমকল কর্মীদের কর্তব্যের গাফিলতিতে মৃত্যু হয়েছে এক ব্যবসায়ীর। এমনই অভিযোগ মৃতের পরিবারের সদস্যদের। মৃত ব্যবসায়ীর নাম সতীশ পোদ্দার।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, বিশালগড় বাজারের প্রাক্তন ব্যবসায়ী সতীশ পোদ্দার রবিবার দুপুরে ব্রজপুর থেকে বাড়ি থেকে বাইক নিয়ে বিশালগড় বাজারে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু রাস্তায় তিনি হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে বাজেটের অন্যান্য ব্যবসায়ীরা, বিশালগড় দমকল বাহিনীর কর্মীদের একাধিকবার ফোন করেন। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে প্রত্যক্ষদর্শীরা নিজ উদ্যোগে সতীশ পোদ্দারকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল নিয়ে যান।

কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান, হাসপাতালে আসার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে। চিকিৎসকের প্রাথমিক ধারণা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তির। ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ব্যবসায়ী সতীশ পোদ্দারের মৃত্যুর খবর তার পরিবারের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২৩০ কেজি গাঁজা সহ গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৬ অক্টোবর।। পুজোর প্রাককালে আবারো সাফল্য পেল উত্তর জেলার পুলিশ। আসন্ন দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে পুলিশ সুপার ভানু পদ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ধর্মনগর থানা এলাকার আনন্দ বাজার নাকা পয়েন্টে বিশেষ তল্লাশি অভিযান চালানো হয়।

এই অভিযানে উনকোটি জেলার কৈলাসহর থেকে আসা টিআর০১-বিআর-০৬৭৪ হোন্ডাই গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ২৩০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। সাথে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্যার কবলে মেঘালয় ভূমিধসে মৃত্যু ১০ জনের

তুরা (মেঘালয়), ৬ অক্টোবর (হি.স.) ।। সংহারী রূপ ধারণ করেছে মেঘালয়ের অকাল বন্যা ও ভূমিধস পরিস্থিতি। গত চারদিনের অবিরাম ভারী বৃষ্টির দরুন ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছে মেঘালয়ের গারোপাহাড় সহ পাঁচটি জেলা। ভূমিধসে দক্ষিণ গারোপাহাড়ে এক পরিবারের সাত সহ ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রাণহানির ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করে নিহতদের পরিবারকে তৎকালীনভাবে এককালীন অর্থ সাহায্য প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। গারোপাহাড়ের জেলাগুলিতে বন্যা-পরিস্থিতির পর্যালোচনা করতে জরুরি বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। জরুরি বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মানুষের চলাচল সচল রাখতে দ্রুত বেইলি ব্রিজ প্রযুক্তি ব্যবহার করতে বলেছেন।

গত চারদিন ধরে মেঘালয়, অসম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড সহ গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবিরাম বৃষ্টিপাত হচ্ছে। অবিরাম ভারী বৃষ্টির ফলে মেঘালয়ের গারোপাহাড় জেলার পাহাড় থেকে ধেয়ে জল নেমে এসে বন্যার সৃষ্টি হয়েছে। লাগাতার বৃষ্টিপাতের দরুন পাহাড় থেকে মাটি-কাদা মেশানো জল এবং বড় বড় গাছের ধস নামছে। সবচেয়ে বেশি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়েছে জেলার গাসুয়াপাড়া অঞ্চল।

আজ রবিবার প্রশাসনিক সূত্রে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, গত ৩ অক্টোবর মধ্যরাতে জেলার গাসুয়াপাড়ার প্রত্যন্ত ও দুর্গম হাতিয়াসিয়া সোংমা গ্রামে ভূমিধসে এক পরিবারের সাত সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। ওই পরিবারে নিহতদের মধ্যে একটি দেড় বছরের শিশু সহ তিনজন নাবালক রয়েছে। নিহতদের গৃহকর্তী তথা মা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ৭ অক্টোবর ২০২৪ ইং
২০ আশ্বিন, সোমবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

লাদাখে চোখ রাঙাইতেছে চিন!

ভারতের নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর অশান্তি সৃষ্টি অপপ্রয়াসে আবারো চাঙ্গা হইয়া উঠেছে চীন। দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চল সহ বিভিন্ন রাজ্যে সন্ত্রাসবাদীদের প্রতিহত করিবার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী যাবতীয় তৎপরতা চালাইয়া যাইতে শুরু করিয়াছে। দেশের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিতে দেশের সেনা ও আদাব সেনাবাহিনীকে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

লাদাখে ফের চোখ রাঙানি চিনের। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ওঁত পাতিয়া রহিয়াছে লালফৌজ। ঝড়ের গতিতে পরিকাঠামোর উন্নয়ন করিতেছে চিন। যদিও পাল্টা সব শেখাইতে প্রস্তুত রহিয়াছে ভারতীয় সেনা। লাদাখ সীমান্তে পরিকাঠামোগত উন্নয়নে পিছাইয়া নাই ভারতও। এমনটাই জানালেন ভারতীয় বায়ুসেনার নতুন প্রধান এপি সিং।৮ অক্টোবর দেশজুড়িয়া পালিত হইবে বায়ুসেনা দিবস। তাহার আগে বায়ুসেনা প্রধান এয়ার মার্শাল এপি সিং পড়শি দেশের সঙ্গে সীমান্তে উদ্ভূত উত্তেজনার পরিস্থিতি নিয়া বক্তব্য রাখেন। ভবিষ্যতে দেশের সুরক্ষার স্বার্থেও পরামর্শ এপি সিংয়ের। বিদেশের উপর ভরসা না করিয়া সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে অস্ত্রভাণ্ডার গড়িয়া তুলিবার পরামর্শ বায়ুসেনা প্রধানের।লাদাখ ও অরুণাচল প্রদেশের দিকে বারবার হাত বাড়াইতেছে চিন। নিজেদের এলাকা বলে দখল করিতে চাইতেছে জিনপিংয়ের দেশ। কড়া হাতে মোকাবিলা করিয়াছে ভারতও। যাহার জেরে দিল্লির সঙ্গে বিরোধ বাড়িয়াছে বেজিংয়ের। পড়শি দেশকে হুঁশিয়ারির সুরে বার্তাও দিয়াছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। এই আবহেই এবার প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা ধরিয়া শক্তি প্রদর্শনের খেলায় নামিয়াছে লালফৌজ।

এপি সিং আরও বলেন, ২০৪৭ এর মধ্যে ভারতের সম্পূর্ণ নিজস্ব উৎপাদিত অস্ত্রভাণ্ডার গড়িয়া তোলা উচিত। এরপরই তিনি জানান, ভারতকে তিন তিনটি এস-৪০০ মিসাইল পাঠাইয়াছে বন্ধু রাশিয়া। আগামী বছরের মধ্যে আরও দুটি ইউনিটও পাঠানো হইবে বলে জানিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।নতুন ভারত ঘরে ঢুকিয়া শত্রুদের মারিয়া আসে বলিয়া স্বাধীনতা দিবসের বক্তৃতায় শোনা গিয়াছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখে। এদিন সেই কথাও ফের মনে করাইয়া দিলেন বায়ুসেনা প্রধান এপি সিং। বালাকোটের এয়ার স্ট্রাইকের উদাহরণ টানিয়া আনেন বায়ুসেনা প্রধান।অগ্নিবীর নিয়েও আশাবাদী বায়ুসেনা। ২৫ শতাংশের বেশি অগ্নিবীরকে বায়ুসেনায় নিয়োগ করা হবে। অগ্নিবীর প্রকল্প নিয়া সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এদিন বলেন এপি সিং। তবে এবাপারে কেন্দ্রীয় সরকারই শেষ সিদ্ধান্ত নেবেন বলিয়াও জানাইয়া দেন তিনি।

উল্লেখ্য, ভারতীয় বায়ুসেনার নতুন প্রধান হিসেবে গত ৩০ সেপ্টেম্বরই দায়িত্ব গ্রহণ করেন এয়ার মার্শাল এপি সিং। এর আগে বায়ু সেনার ভাইস চিফ পদে ছিলেন অভিজ্ঞ এই ফাইটার পাইলট। বায়ুসেনার প্রধান হিসেবে ওইদিনই অবসর নেন মার্শাল বিবেকরাম চৌধুরী।

নেকড়ের আতঙ্ক শেষ, বাহরাইচের ষষ্ঠ হিংস্র প্রাণীকে পিটিয়ে মারলেন গ্রামবাসীরা

বাহরাইচ, ৬ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের বাহরাইচের ষষ্ঠ তথা শেষ নেকড়েটিকে ধরে ফেললেন গ্রামবাসীরা। শনিবার ওই নেকড়েকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ওই নেকড়েটি রাতে একটি ছাগল ধরতে গিয়েছিল। সেই সময় তাকে ধরে ফেলেন গ্রামবাসীরা, এরপর পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। শনিবার ষষ্ঠ নেকড়েটিকে মেরে ফেলার পর স্বস্তি ফিরেছে বাহরাইচে। বহরাইচের ডিভিশনার ফরেস্ট অফিসার অরিজিৎ সিং জানিয়েছেন, শনিবার রাত সাড়ে ৮টা নাগাদ তাঁদের কাছে খবর যায়, ষষ্ঠ নেকড়েটি ধরা পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই এলাকায় পৌঁছন আধিকারিকেরা। কিন্তু তাঁরা এলাকায় পৌঁছে দেখেন নেকড়েটি মারা গিয়েছে। মরে পড়েছিল সেই ছাগলটিও, যাকে ধরতে গিয়ে নেকড়েটি ধরা পড়ে। বন দফতর জানিয়েছে, সেপ্টেম্বর মাসে পঞ্চম নেকড়েটি ধরা পড়ার পর থেকে বাহরাইচে মানুষের উপরে নতুন করে আর কোনও হামলার ঘটনা ঘটেনি। কারও প্রাণও যায়নি। ফলে এই নেকড়েটি আদৌ 'মানুষখেকো' কি না, তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। এই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করার ভাবনা রয়েছে বন দফতরের।

ভাষা, বর্ণ, প্রদেশের মতভেদ ও বিবাদ দূর করে হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে : মোহন ভাগবত

বরন নগর (রাজস্থান), ৬ অক্টোবর (হি.স.): হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানালেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র সরসঙ্ঘচালক ডক্টর মোহন ভাগবত। তিনি বলেছেন, ভাষা, বর্ণ, প্রদেশের মতভেদ ও বিবাদ দূর করে হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। শনিবার রাজস্থানের বরন নগরের কৃষি উপজ মান্ডিতে আরএসএস-এর স্বয়ংসেবকদের সমাবেশে বক্তব্য রাখার সময় মোহন ভাগবত বলেছেন, আচরণের শৃঙ্খলা, রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য এবং সমাজে লক্ষ্য-ভিত্তিক হওয়ার গুণ থাকা প্রয়োজন। মোহন ভাগবত বলেছেন, 'নিরাপত্তার জন্য, হিন্দু সমাজকে ভাষা, বর্ণ ও প্রদেশের মতভেদ ও বিরোধ দূর করে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সমাজ এমন হওয়া উচিত যেখানে সংগঠন, সদিচ্ছা ও অন্তরঙ্গতার চর্চা থাকে। আচরণের শৃঙ্খলা, রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য এবং সমাজে লক্ষ্য-ভিত্তিক হওয়ার গুণাবলী শুধুমাত্র আমি এবং আমার পরিবার দ্বারা তৈরি করা হয় না, বরং আমাদের সমাজের জন্য সর্বাত্মক চিন্তা নিয়ে আমাদের জীবনে ঈশ্বরকে অর্জন করতে হবে।' মোহন ভাগবত বলেছেন, ভারত একটি ''হিন্দু দেশ'' এবং হিন্দু শব্দটি এখানে দেশে বসবাসকারী ''সকল সম্প্রদায়ের'' জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। ভাগবতের কথায়, 'ভারত একটি হিন্দু দেশ। আমরা এখানে প্রাচীনকাল থেকে বসবাস করে আসছি, যদিও হিন্দু নামটি পরে এসেছে। এখানে বসবাসকারী ভারতের সমস্ত সম্প্রদায়ের জন্য হিন্দু ব্যবহার করা হয়েছিল। হিন্দুরা সবাইকে নিজেদের বলে মনে করে এবং সবাইকে মেনে নেয়।'

রাস্তায় পড়ে থাকা রক্তাক্ত ভবঘুরে মহিলার পুঁটুলিতে দেড় লক্ষ টাকা উদ্ধার

উত্তর ২৪ পরগনা, ৬ অক্টোবর (হি.স.): রাস্তার মধ্যে পড়ে থাকা এক ভবঘুরে বৃদ্ধার ময়লা পুঁটুলি থেকে উদ্ধার হয়েছে দেড় লক্ষেরও বেশি টাকা।

শনিবার গভীর রাতে দেগঙ্গার কালিয়ানি এলাকায় টাকি রোডের ধারে ঝোপের মধ্যে এক ভবঘুরে বৃদ্ধাকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখতে পান পথচালিত মানুষেরা। খবর দেওয়া হয় দেগঙ্গা থানায়। পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে বিশ্বনাথপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার করেন গোছা গোছা ১০০, ২০০, ৫০০ টাকার নোট।

উদ্ধার হয় নগদ ১ লক্ষ ৫৬ হাজার টাকা। তাঁর কাছে এত টাকা দেখে চক্ষু চড়কগাছ পুলিশ ও স্থানীয়দের। পুলিশ টাকাগুলি উদ্ধার করেছে। বৃদ্ধাকে ভর্তি করা হয়েছে বারাসত জেলা হাসপাতালে।

শ্রীলঙ্কার ঘুরে দাঁড়ানো থেকে যা শিক্ষণীয়

ড. মো: মিজানুর রহমান

দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে অগ্রসর অর্থনীতির দেশ ছিল শ্রীলঙ্কা, যেখানে মাথাপিছু জিডিপি হয়েছিল চার হাজার ডলারের বেশি। দেশটির ৯৫ শতাংশ মানুষ শিক্ষিত, তাদের শিক্ষাব্যবস্থা দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে গণমুখী। তাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থাও দক্ষিণ এশিয়ার সেরা। শ্রীলঙ্কার তামিল টাইগারদের ওপর সরকারি বাহিনীর বিজয়ের মাধ্যমে ১৯৮৩ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত চলা গৃহযুদ্ধের সমাপ্তির পর বিশ্বের কাছে একুশ শতকের সফল অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল দেশটির। ওই গৃহযুদ্ধে একতরফা বিজয় অর্জনে প্রায় ৪০ হাজার বেসামরিক তামিলকে হত্যার অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং পশ্চাত্যের বেশির ভাগ দেশ শ্রীলঙ্কাকে 'অস্পৃশ্য রাষ্ট্রের' অবস্থানে নিয়ে যায়।

২০২১-২২ সালের দিকে শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি কঠিন সঙ্কটে ক্রমেই তলিয়ে যাচ্ছিল। দেশটিতে আমদানি পণ্যের ক্রমবর্ধমান ঘাটতি জনজীবন পর্যুদস্ত করে। নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর মজুতদারি এতই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, নিত্যপণ্যের সরবরাহ তদারকের জন্য একজন মিলিটারি জেনারেলের নেতৃত্বে 'কন্ট্রোলার অব সিভিল সাপ্লাইজ' নামের কঠোর নজরদারি সংস্থা গড়ে তুলেও অবস্থা সামাল দেয়া যাচ্ছিল না। খাদ্য, জ্বালানি ও ওষুধের ভয়ঙ্কর সঙ্কট দেখা দেয়। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ তলানিতে পৌঁছে যাওয়ায় খাদ্য আমদানির সামর্থ্য ছিল না বললেই চলে। গাড়ি, স্যানিটারি আইটেম, কিছু ইলেকট্রনিক পণ্যের আমদানি বন্ধ করে দেয়া হয়। মুদ্রাস্ফীতির হার বেড়ে চলছিল শ্রীলঙ্কার। রুপির মান এক ডলারে ১৯০ রুপি থেকে বেড়ে ২৩০ রুপিতে পৌঁছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলারে নেমে যায়, অথচ ২০২২-২৩ অর্থবছরের মধ্যে শ্রীলঙ্কাকে ৭ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলারের ঋণ সুদাসলে পরিশোধ করতে হতো। অর্থাৎ শ্রীলঙ্কা নিজেকে 'আর্থিক দেউলিয়া' ঘোষণার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল। এক পর্যায়ে সরকার দেশে 'অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করে। এ দেউলিয়াত্ব দেখা দেয় নানা প্রকল্পে বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের কারণে। বৈদেশিক ঋণের অর্থে যেখানে- সেখানে প্রকল্প গ্রহণের চরম মূল্য দিতে শুরু করে শ্রীলঙ্কা। দেশের কৃষিবিদ ও বিজ্ঞানীদের সাথে পরামর্শ না করেই প্রেসিডেন্ট নিজের সিদ্ধান্তে রাতারাতি কৃষি খাতে 'অর্গানিক ফার্মিং' চালুর সিদ্ধান্ত নেন। ফলন বিপর্যয়ে পড়ে কৃষি খাত। খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন এক বছরে এক-চতুর্থাংশে নেমে আসে। অন্যদিকে, করোনায় বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের গুরুত্বপূর্ণ খাত পর্যটনে প্রায় ধস নামে। রফতানি আয়ের প্রধান সূত্র এলাচি ও দারুচিনিও বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ কারণে শ্রীলঙ্কার বৈদেশিক আয়ে বড়সড় ধস নামে।

শ্রীলঙ্কার অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্বের অন্যতম কারণ ছিল রাজনীতিকে 'পারিবারিক একনায়কত্বে' পর্যবসিত করা, যা একটি সমৃদ্ধ অর্থনীতির দেশকেও গভীর সঙ্কটের গিরিখাদে নিক্ষেপ করে। শ্রীলঙ্কার সিংহলিরা গৃহযুদ্ধের কারণে ভারতের ওপর ক্ষিপ্ত ছিল, যে কারণে দেশটি চিনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। চিনও শ্রীলঙ্কাকে নিজেদের প্রভাববলয়ে টেনে নেয়। বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের (বিআরআই) আওতায় গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ, কলম্বোয় চায়নিজ সিটি নির্মাণসহ আরো কয়েকটি প্রকল্পে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করে। অথচ নির্মাণ সম্পন্ন হলে দেখা গেল, বন্দর ব্যবহারের যথেষ্ট চাহিদা নেই। বন্দরের আয় বাড়াতে চরমভাবে ব্যর্থ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা ৯৯ বছরের জন্য বন্দরটি চিনের কাছে লিজ দিতে বাধ্য হয়। প্রকল্প মূল্যায়ন করে গৃহীত না হওয়ায় এগুলোর কোনোটিই যথেষ্ট আয়বর্ধনকারী হয়ে ওঠেনি। ফলে শ্রীলঙ্কা 'চিন ঋণের ফাঁদে' আটকে গেছে। সবচেয়ে মারাত্মক হলো, 'সভরেন বন্ড' ছেড়ে আন্তর্জাতিক অর্থবাজার থেকে কয়েক বিলিয়ন ডলার পুঁজি সংগ্রহ করেছিল, যেগুলোর ম্যাচিউরিটি ২০২২ সাল থেকেই শুরু হয়েছে। কিন্তু সুদাসলে ওই বন্ডের অর্থ ফেরত দেয়ার সামর্থ্য নেই। ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ অর্থনৈতিক দুর্দশার মুখে রীতিমতো অচল হয়ে পড়েছিল শ্রীলঙ্কা। তার জেরে শ্রীলঙ্কায় ২০২২ সালের মার্চে শুরু হয় গণবিক্ষোভ। জন-অসন্তোষ চরমে ওঠে। গণরোষের মুখে পড়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন দেশটির তৎকালীন প্রেসিডেন্ট। বলতে গেলে শ্রীলঙ্কায় অর্থনৈতিক ধস পারিবারিক একনায়কত্বের ফসল। একনায়কের পতনের পর দায়িত্ব নেন রনিল বিক্রমাসিংহে।

শ্রীলঙ্কার অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা : শ্রীলঙ্কা তার অর্থনীতি সঙ্কট থেকে ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করেছে। বিদেশি মুদ্রা আয়ের মূল খাত পর্যটন প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। গত বছর শ্রীলঙ্কার অর্থনীতি ৭ দশমিক ৮ শতাংশ সঙ্কুচিত হয়। শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো অবশ্য বলছে, এ বছরও জিডিপি সঙ্কুচিত হবে, তবে সঙ্কোচনের হার কমে আসবে। আর আগামী বছর প্রবৃদ্ধি হবে। এছাড়া আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের শর্তও তারা ভালোভাবে পরিপালন করতে পারছে। গত বছর জ্বালানি ও রান্নার তেলসহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের যে স্বল্পতা ছিল, সেটি এখন নেই। মাত্র দেড় বছরের মধ্যে ধ্বংসস্তূপ থেকে দেশটি যে ঘুরে দাঁড়াতে পারল তার কারণ হিসেবে কলম্বো বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক প্রিয়াঙ্গা দুনুসিংহে সংবাদ মাধ্যমকে বাংলাকে বলেন, 'সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কিছু নীতি পরিস্থিতির উন্নতিতে ভূমিকা রেখেছে। এর ফলে রেমিট্যান্স ও পর্যটনের মতো কিছু ক্ষেত্রে অটোমেটিক রিকভারি হয়েছে। সরকারি ব্যয় কমানো ও রাজস্ব আয় বাড়ানোর পাশাপাশি সংস্কারকার্যক্রম জোরদার করার ফলেই দ্রুত ঘুরতে শুরু করেছে অর্থনীতির চাকা। সরকার ব্যয় কমিয়ে রাজস্ব বাড়িয়েছে আর সংস্কারকার্যক্রম জোরদার করে করজাল বিস্তৃত করেছে। কারেন্সি সোয়াপ পদ্ধতির আওতায় ২০২১ সালের বাংলাদেশ থেকে নেয়া ২০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ শোধ করেছে শ্রীলঙ্কা। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, যে কারণে গত বছর সঙ্কট হলো, সেটি সামলে নেয়া। সঙ্কটের মূল কারণ ছিল বাজেট ও বহিস্থ অর্থনীতির ঘাটতি, যে কারণে ঋণসঙ্কট তৈরি হয়। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকার যৌথ ব্যবস্থা নিয়েছে। ঋণসঙ্কট মোকাবেলায় ঋণ পুনর্গঠন করছে। এ ছাড়া সরকারের রাজস্ব আয় বাড়াতে নতুন কর আইন করাসহ করহার বাড়ানো হয়েছে এবং ব্যয় সঙ্কোচন করা হচ্ছে। আইএমএফের শর্ত মেনে শ্রীলঙ্কার ঋণ পুনর্গঠনের চেষ্টা : শ্রীলঙ্কার মূল্যস্ফীতির একটি কারণ ছিল দেশ থেকে অর্থ বেরিয়ে যাওয়া। সেটি হতো মূলত আমদানির মাধ্যমে, যার মূল্য পরিশোধ করতে হতো ডলারে। ডলার বেরিয়ে গেলে স্থানীয় মুদ্রার বিনিময়মূল্য কমে যায়, যে কারণে মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে যায়। বৈদেশিক আয় বাড়াতে ২০২২ সালে দেশটির তিন লাখ ১১ হাজারের বেশি মানুষ কাজের জন্য বিদেশে গেছেন, যাদের মধ্যে অনেক উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী আছেন। নতুন গভর্নর বসিয়ে সরকার তাকে স্বাধীনভাবে নীতি সুদহার বৃদ্ধি ও মুদ্রার একক বিনিময় হার নিশ্চিত করার সুযোগ দেয়। শ্রীলঙ্কায়ও মুদ্রাবাজারের কারসাজির কারণেও মুদ্রার বিনিময় হারে প্রভাব পড়ে, মূল্যস্ফীতি বাড়ে। তবে মুদ্রার বিনিময় হারের ওঠানামা করলেও নীতি সুদহার বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে মূল্যস্ফীতির রাশ টেনে ধরা গেছে। চলতি বছরের জুলাই মাসে দেশটিতে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৬ দশমিক ৩ শতাংশ। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে সঙ্কটের চূড়ান্ত সময়ে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৪৯ শতাংশের বেশি। গত এক বছরে শ্রীলঙ্কা থেকে তিন লাখ ১১ হাজারের বেশি মানুষ কাজের জন্য বিদেশে গেছেন, যাদের মধ্যে চিকিৎসক, প্যারামেডিক্যাল, তথ্যপ্রযুক্তিবিদদের মতো অনেক উচ্চদক্ষতাসম্পন্ন কর্মী আছেন। এরা বিদেশ থেকে প্রবাসী আয় পাঠানোর কারণে গত এক বছরে দেশটির প্রবাসী আয় ৭৬ শতাংশ বেড়েছে। শ্রীলঙ্কার ভুল নীতি, অব্যবস্থাপনা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লে তারা আইএমএফের দ্বারস্থ হয় এবং আইএমএফ স্বল্পসুদে ও স্বল্পমেয়াদে ঋণ দেয়। ফলে বিশ্ব ঋণ বাজারও শ্রীলঙ্কার প্রতি আশ্বস্ত হয় এবং এগিয়ে আসে। শ্রীলঙ্কা আইএমএফের ঋণের বেশির ভাগ শর্ত বিশেষ করে আইএমএফের পরিমাণগত কর্মক্ষমতা মানদণ্ড (কিউপিসি) পূরণে যথেষ্ট ভালো করেছে; ইতোমধ্যে রাজস্ব খাত সংহত করেছে। ভর্তুকি কমিয়ে এবং করহার ও করের জাল বাড়িয়ে আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জনের বেশ এগিয়েছে। শ্রীলঙ্কার পরিবর্তন বাংলাদেশের জন্য শিক্ষণীয় : এ কথা সত্যি, 'শ্রীলঙ্কার সাথে আমাদের অবস্থা পুরোপুরি তুলনীয় না হলেও, অনেকটা তুলনীয় ও শিক্ষণীয়। তারা যেভাবে বড় সমস্যা মোকাবেলা করে এখন স্থিতিশীল হচ্ছে, সেটিই শিক্ষণীয় বিষয়।' শিক্ষণীয় হলো- বাংলাদেশেও শ্রীলঙ্কার মতো গণতন্ত্রকে একনায়কত্বে পর্যবসিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ চরমভাবে পারিবারিক রাজনীতির শৃঙ্খলে আবদ্ধ। বাংলাদেশে এখনো বিদেশি মুদ্রার সঙ্কট রয়েছে এবং তা দিনে দিনে তীব্র হচ্ছে। আমদানি- রফতানির ছত্রছায়ায়, শেয়ারবাজার ও ব্যাংক লুট করে দুর্নীতিবাজ আমলা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও রাজনীতিবিদরা বিদেশে অর্থপাচার করছে। বৈদেশিক আয় আসছে হুন্ডির মাধ্যমে। অন্যদিকে রাজস্ব আয়ে রয়েছে অব্যবস্থাপনা। সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ঝুঁকির মুখে পড়েছে সে কারণে। শ্রীলঙ্কার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও তাদের গভর্নর সঙ্কট মোকাবেলায় আগের নীতি থেকে সরে আসছে। অথচ বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে রিজার্ভ পাচার হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে আইন অপরাধীদের রক্ষা করছে। কৃষি খাতে আগের ভুল নীতি থেকে সরে এসেছে শ্রীলঙ্কা। তবে কৃষি খাতে শ্রীলঙ্কার চেয়ে বাংলাদেশ অনেক এগিয়ে। শ্রীলঙ্কা পর্যটন খাত চাঙ্গা করা, প্রবাসী আয় বাড়ানো ও মুদ্রার বিনিময় হার বাজারের সাথে সমন্বয় করার মাধ্যমে তারা রিজার্ভ বাড়াচ্ছে। বাংলাদেশের পর্যটন খাতের বৈদেশিক আয় খুবই কম। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও আইন-শৃঙ্খলার অবনতির কারণে বিদেশি পর্যটক আসেই না বলতে গেলে। তবে শ্রীলঙ্কায় রাতারাতি নয়, ধীরে ধীরে হচ্ছে, সেটিই নিয়ম। তবে তারা ঠিক পথেই আছে। শ্রীলঙ্কার বড় অঙ্কের ঋণের বোঝা পরিশোধ করতে অর্থনীতির চাকা আরো সচল করতে হবে। এখানেও বাংলাদেশের শিক্ষণীয় রয়েছে। পাহাড় পরিমাণ দেশি-বিদেশি ঋণে বাংলাদেশ নিমজ্জিত। বিলাসী মেগা প্রকল্পে ঋণ নিয়েছে যার উল্লেখযোগ্য অংশ তছরুপ হয়েছে। শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে ভালো দিক হলো- দেশটি তার ভুল ধরতে পেরেছে এবং এখন সবার আগে সেই ভুল শোধরানোর চেষ্টা করছে। অথচ বাংলাদেশ আজও তার ভুল বুঝতে পারেনি। কোনো ভুলই যেন সরকারের নেই; সমস্ত ব্যর্থতা যেন বিরোধী দলের ষড়যন্ত্র। শ্রীলঙ্কা এই মুহূর্তে তাদের অগ্রাধিকার অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচির সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করছে। ফলে উচ্চ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে খানিকটা সময় লাগবে। তবে তারা ঠিক পথে আছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের অর্থনীতি এখনো ভুল পথে ঘুরছে; এই ভুল স্বীকারও করছে না দেশটি। সুতরাং ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ কম। বাংলাদেশকে শুরু করতে হবে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টা; এর জন্য শুরুতেই প্রয়োজন ভুল চিহ্নিত ও স্বীকার করা, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা এবং জনসম্পৃক্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফিরে আসা।

ভগৎ সিং মানেই বিপ্লব, লেনিন, মার্কসবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ

জীবনের শেষ মুহূর্তে ভগৎ সিং এর মনে প্রবল ইচ্ছা হল, লেনিনের বিপ্লবী জীবনী গ্রন্থটি তাঁকে পড়তেই হবে। জেলের সিপাহির হাত থেকে তার আইনি পরামর্শদাতা বন্ধু প্রাণনাথ মেহতার কাছে গোপন বার্তা পাঠালেন, " অন্তিম আইন পরামর্শের অজুহাত দেখিয়ে এক্ষুণি এসো। আসাবার সময় লেনিনের 'জীবন চরিত' গ্রন্থটি অবশ্যই নিয়ে এসো। "সুর্যাস্তের পর থেকেই জেলের মধ্যে ভগৎ সিংয়ের ফাঁসির প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। এমন সময়ে প্রাণনাথ ভগৎ সিং এর সেলে এসে পৌঁছতেই ভগৎ সিং জিজ্ঞাসা করলেন, "বইটি এনেছো"? প্রাণনাথ ভগৎ সিংয়ের হাতে 'বিপ্লবী লেনিন' বইটা তুলে দিলেন। বইটা হাতে পেয়েই তাঁর চোখমুখ আন্দে ভরে গেল। প্রাণনাথ জিজ্ঞাসা করলেন,। 'ভগৎ তুমি দেশের জন্য কিছু বলে যাও।' বই থেকে মুখ না তুলেই তিনি জবাব গিলেন, "সাম্রাজ্যবাদ মুর্দাবাদ/ ইনকিলাব জিন্দাবাদ।" ভগৎ আপন মনে লেনিনের জীবনীগ্রন্থ পাঠ করছেন। এই সময় সেলের তালা খুলল। জেলের কর্তা বললেন, "সরদাজি, ফাঁসি লাগানে কা হুমুক আগেয়া হ্যায়। আপ তৈয়ার হো যাইয়ে"। ভগৎ সিংয়ের ডান হাতে বই। বাঁ হাত বাড়িয়ে তাদের থামিয়ে দিয়ে বললেন, "দাঁড়ান একজন বিপ্লবীর সঙ্গে আর একজন বিপ্লবীর সাক্ষাৎকার চলছে।" থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন জেলের বড়বাবু। কিছুটা পড়বার পর বইটা রেখে ভগৎ সিং তেজোদীপ্ত ভঙ্গিতে জোড় পায়ে দাঁড়িয়ে কপালে মুষ্ঠিবদ্ধ হাত ঠেকালেন। 'বিপ্লবী লেনিন' বইটার দিকে তাকিয়ে সম্মান জানালেন। ইতিমধ্যে অপর সেল থেকে এসে গেছেন সুখদেব আর রাজগুরু। পরম আনন্দে তারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন। ভগৎ সিং, সুখদেব, রাজগুরু উচ্চস্বরে স্লোগান তুললেন 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ মুর্দাবাদ। তিন বন্দিকে ফাঁসির মঞ্চে তোলা হল। স্থির, অচঞ্চল, অকুতোভয়ের প্রতিমূর্তি তিন বিপ্লবী। ভগৎ মৃদু হেসে সিপাহি এবং জেলারবাবুদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আপনারা সত্যি সত্যিই বড় ভাগ্যবান। কারণ, আপনারা আজ এই দৃশ্য দেখার সুযোগ পাচ্ছেন যে ভারতীয় বিপ্লবীরা তাদের মহান আদর্শের জন্য কীভাবে প্রসন্ন চিত্তে হাসতে হাসতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে।' লজ্জা সুপার জেলারদের মাথা নীচু হয়ে যায়। ভগৎ সিং, সুখদেব ও রাজগুরু'র গলায় ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দেওয়া হল। ভগৎ সিং হাত নেড়ে জেল সুপারকে অনুরাধ করলেন, দু'মিনিট সময় দিন, যাতে আমরা জীবনের শেষ মুহূর্তে মনের পূর্ণ প্রশান্তির জন্য প্রাণভরে স্লোগান দিতে পারি। আশাকরি মৃত্যুপথযাত্রীদের এইটুকু অনুরোধ আপনি রাখবেন। জেল সুপর মৌন থেকে সম্মতি জানালেন। তিন বিপ্লবী মনের পূর্ণসাধ মিটিয়ে সর্বোচ্চ কণ্ঠে সর্বশক্তি নিঃশেষ করে স্লোগান দিলেন--- ইনকিলাব জিন্দাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ মুর্দাবাদ'। তাঁদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সমস্ত রাজবন্দিরাও স্লোগান দিতে থাকলেন। জেলবন্দিদের উচ্চকণ্ঠের স্লোগানে গমগন করে উঠল জেল চত্বর। ভগৎ সিং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক ধারাকে নতুন মার্কসবাদী মতাদর্শের পথে উত্তরণের বিত্তিগঠনে সাহায্য করেছিলেন, একথা অনস্বীকার্য। ভগৎ সিং সম্পর্কে নেতাজি সুভা,চন্দ্র বসু বলেছিলেন, "ভগৎ সিং আজ কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি নন, তিনি একটি প্রতীক। আজ সার দেশে যে বিপ্লব এবং বিদ্রোহের চিন্তা-আদর্শে প্রভাবিত হয়েছে, ভগৎ সিং সেই বিপ্লবী চিন্তায় জীবন্ত প্রতীক।"। ভগৎ সিং এর ফাঁসির পর হাজারো হাজারো তরুণ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল হন। জেল, সেল, বন্দুকের গুলি, ফাঁসির দড়িকে উপেক্ষক্ষা করে দেশের মানুষ স্বাধীনতার সোনালি স্বপ্নকে সামনে রেখে স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গ তৈরি করেন। তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ শাসন বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব এবং অগ্নিযুগের শহিদ বিপ্লবী নেতা। ভগৎ সিং ১৯০৭ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর পাঞ্জাবের লায়লপুর জেলার বাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যা তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের অংশ ছিল। তাঁর জন্ম হয়েছিল একটি জাট শিখ পরিবারে। পিতা কিষাণ সিং সান্ধুর এবং মাতা বিদ্যাবতীর সাত সন্তান্রে মধ্যে দ্বিতীয় ছিলেন ভগৎ। ভগতের নামের অর্থ ছিল 'ভক্ত'। ভগৎ সিং এর চার ভাই এবং তিন বোন ছিলেন। ভগৎ সিংয়ের বাবা এবং তার কাকা অজিত সিং ও স্বরণ সিং তৎকালীন সময়ের প্রগতিশীল রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন, তারা ১৯১৪-১৯১৫ সালের গদর আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। বাঙ্গার গ্রামের স্কুলে কয়ক বছর পড়াশোনা কার পর, ভগৎ সিং পরবর্তী শিক্ষা অর্জনের জন্য লাহোরের দয়ানন্দ অ্যাংলো-বৈদিক স্কুলে ভর্তি হন। কিশোর বয়সে ভগৎ সিং ইউরোপীয় বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে পড়াশোনা করেছিলেন এবং নৈরাজ্যবাদ ও কমিউনিজনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তীকালে ১৯২৩ সালে, তিনি লাহোরের জাতীয় কলেজে যোগদান করেছিলেন, যা মহাত্মা গান্ধির অসহযোগ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় লালা লাজপত রায় দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, প্রতিষ্ঠানটি ভারতীয় ছাত্রদের ব্রিটিশ ভারত সরকার কর্তৃক ভর্তুকি দেওয়া স্কুল ও কলেজগুলিকে পরিহার করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। ছাত্র বয়স থেকেই ভগৎ সিং একাধিক বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। কলেজ পড়ার সময় থেকেই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন তিনি। মহাত্মা গান্ধির অনুরোধে সরকারি পৃষ্ঠাপোষকতায় প্রকাশিত প্রকাশনাগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেন। পিঠে পড়ে পুলিশের লাঠি। পরে জেলবন্দি হন তিনি। কিন্তু কোনও অস্ত্র দমিয়ে রাখতে পারেনি তাদের। তিনি বলতেন, 'বোমা আর পিস্তল বিপ্লব করে না। চিন্তার পাথরে বিপ্লবের তরবারি শাণিত হয়। তিনি আরো বলতেন, 'ব্রিটিশরা তাকে হত্যা করতে পারে, কিন্তু তারা তার চিন্তাকে হত্যা করতে পারে না। ব্রিটিশ পুলিশ তার শরীরকে চূর্ণ করতে পারে, কিন্তু তারা তার আত্মাকে চূর্ণ করতে পারবে না।' ১৯৩১ সালের ২৩ শে মার্চ সকাল সাড়ে সাতটার সময় লাহোর জেলে ফাঁসি দেওয়া হয় ভগৎ সিং, সুখদেব থাপর এবং এবং শিবরাম রাজগুরুকে। সেই সময় তিনজনের মুখে ছিল একটাই স্লোগান 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'। সর্দার ভগৎ সিংয়ের পক্ষে সুর ছড়িয়েছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। তিনি বলেছিলেন,'এই ধরনের সাহস এক বিরল ঘটনা।' অনেকেই কংগ্রেসের অহিংসার সঙ্গে ভগৎ সিংয়ের বিপ্লবী দর্শনের ফারাক খুঁজে পান না। ভগৎ সিং, সুখদেব এবং রাজগুরুকে দোষী সাব্যস্ত করার বিচারটি অবশ্য বিতর্কিত ছিল। প্রক্রিয়াটি দ্রুত করার জন্য, ভাইসরয় লর্ড আরউইন হাইকোর্টের তিনজন বিচারকের সমন্বয়ে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের অধ্যাদেশ বা অর্ডিন্যান্স পাশ করিয়েছিলেন। এটিকে আইনি ঐতিহাসিকরা এক অবিচার হিসেবে দেখেছেন। কারণ, এটি হঠাৎ করে, কোনও বৈধ কারণ ছাড়াই, দ্রুত রায়ে পৌঁছনোর জন্য আইনের যথাযথ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আবেদনের একমাত্র জায়গা ছিল প্রিভি কাউন্সিল। যা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালত। আর সেই আদালত ছিল ইংল্যান্ড। আরউইনের অধ্যাদেশকে অবৈধ বলে চ্যালেঞ্জ করে পিটিশন বা আবেদন দাখিল হয়েছিল। তার পরও সেই অধ্যাদেশ মেনেই বিচার হয়েছে। ১৯৩০ সালের ৭ অক্টোবর, ট্রাইব্যুনাল এক ৩০০ পাতার রায় দেয়। সেই রায়ের উপসংহারে পৌঁছয় যে সন্ডার্সের হত্যাকাণ্ডে ভগৎ সিং, সুখদেব এবং রাজগুরু অংশ নিয়েছিলেন। ভগৎ সিং তাঁর শেষ চিঠিগুলোর একটিতে লিখেছেন, "আমি যুদ্ধ করতে গিয়ে গ্রেফতার হয়েছি। আমার ফাঁসি হতে পারে না। আমাকে কামানের মুখে ঢুকিয়ে উড়িয়ে দাও"। ব্রিটিশরা ভেবেছিল একজন ভগৎ সিংকে ফাঁসি দিলে বিপ্লব থেমে যাবে, কিন্তু যে বিপ্লবী তুফান তিনি তরুণ ভারতবাসীদের মনে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনির মাধ্যমে প্রতিধ্বনিত করেছিলেন সেই সম্মিলিত স্বর ব্রিটিশ সরকারের ভারত শোষণের ভিত টলিয়ে দিয়েছিল। একজন ভগৎ সিং ভারত মায়ের জন্য লক্ষ ভগৎ সিং গড়ে দিয়ে গেল।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত বস্ত্রদান উৎসবের সূচনা করেন মেয়র দীপক মজুমদার। নিজস্ব ছবি।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর হাতে এই বছর গ্রেপ্তার ২৫৬ অবৈধ অনুপ্রবেশকারী

মালিগাঁও, ০৬ অক্টোবর, ২০২৪: অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের (বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা) শনাক্তকরণের ধারাবাহিক লড়াইয়ে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) জানুয়ারী থেকে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশনে তল্লাশি চালানোর সময় ২৫৬ জন অনুপ্রবেশকারী এবং ১৮ জন ভারতীয় দালালকে গ্রেপ্তার করে। ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এর একটি ঘটনায়, আগরতলার আরপিএফ টিম আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে একটি নিয়মিত তল্লাশি চালায়। তল্লাশির সময় তারা সন্দেহভাজন নাগরিকত্বের ১১ জন ব্যক্তিকে (০৪ জন মহিলা ও ০৭ পুরুষ) স্টেশন চত্বরে শনাক্ত করে। জিজ্ঞাসাবাদে তারা তাদের পরিচয়ের কোনো বৈধ নথিপত্র দেখাতে পারেনি।

পরে তারা স্বীকার করে যে বাংলাদেশ থেকে তারা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে এবং ট্রেনের মাধ্যমে মুম্বাই ও আহমেদাবাদ যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পরে ধৃত সমস্ত অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে অফিসার ইন-চার্জ/গভর্মেন্ট রেলওয়ে পুলিশ/আগরতলার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ দ্বারা স্টেশন এবং ট্রেনে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী, রোহিঙ্গা এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের উপর কড়া নজর রাখার জন্য নিয়মিতভাবে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যেকোনা ধরনের সন্দেহজনক কার্যকলাপ শনাক্ত করতে বিভিন্ন স্তরে মোতায়েন করা আরপিএফ কর্মীরা খুব সতর্ক হয়ে থাকে।

বমলেশ্বরী মন্দির দর্শনের জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবা

রায়পুর, ৬ অক্টোবর (হি.স.): দেবী বমলেশ্বরী মন্দির দর্শনের জন্য রায়পুর থেকে ডোঙ্গারগড় পর্যন্ত বিনামূল্যে বাস পরিষেবা চালু করা হলো। রবিবার ছত্তিশগড় বিধানসভার অধ্যক্ষ ড. রমন সিং এই বাস পরিষেবার উদ্বোধন করেন।

জানা গেছে, প্রতিদিন চারটি বাসের মাধ্যমে প্রায় ২৫০ জন দর্শনার্থী বিনামূল্যে ডোঙ্গারগড় যেতে পারবেন দেবী মন্দির দর্শনের জন্য। এই পরিষেবা চালু হওয়ায় খুশি ভক্তরা।

অনশনে বসবেন সিনিয়র ডাক্তারেরাও, ধর্মতলার মঞ্চে দেবাশিস ও কিঞ্জল

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি.স.): আর জি কর কাণ্ডে সিনিয়র ডাক্তারেরাও অনশনে বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রবিবার জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টর্সরে তরফে তা ঘোষণা করা হয়েছে। রিলে অনশন করবেন তাঁরা। জুনিয়রদের পাশে দাঁড়াতেই এই সিদ্ধান্ত। কবে থেকে এই কর্মসূচি শুরু হবে, তা আলোচনার মাধ্যমে স্থির করা হবে।এদিকে, ধর্মতলার অনশনমঞ্চে রবিবার দুপুরে গিয়েছিলেন আর জি কর আন্দোলনের অন্যতম মুখ দেবাশিস হালদার, কিঞ্জল নন্দেরা। সেখান থেকে তাঁরা জয়নগরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। ৬ বছরের নাবালিকাকে খুনের অভিযোগে শনিবার দিনভর রণক্ষেত্রের চেহারা নিয়েছিল জয়নগরের মহিষমারি এলাকা। শিশুটিকে ধর্ষণের অভিযোগও তুলেছে পরিবার। রবিবার সেখানে যাচ্ছেন জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিনিধিরা। কিঞ্জল, দেবাশিস ছাড়াও কয়েক জন সেই দলে রয়েছেন।

ধর্নায় বসার সিদ্ধান্ত আর জি করের নির্যাতিতার পরিবারের

পানিহাটি, ৬ অক্টোবর (হি.স.): আরজিকর মেডিকেল কলেজে ঘটে যাওয়া ধর্ষণের ঘটনার পর ৫৯ দিন পেরিয়ে গেলেও অভিযুক্তদের শাস্তি এখনও অধরা। নির্যাতিতার বাবা, মা এবং পরিবারের সদস্যরা ধর্নায় বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পুজোর সময়কালেই। তাদের অভিযোগ, এত বড় অপরাধের পরও প্রশাসনের তরফে কোনও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

উল্লেখ্য, এই ঘটনায় পরিবার ক্রমাগত সরকারের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। তাদের মতে, ধর্ষণের মতো নৃশংস ঘটনায় সরকারকে আরো মানবিক হতে হবে। নির্যাতিতার মা বলেন, 'সরকার যদি মানবিকভাবে এসব ঘটনায় নজর না দেয়, তবে এমন ঘটনা আরও বাড়তে থাকবে। মুখ্যমন্ত্রী একে দুর্ঘটনা বলে চালিয়ে দিচ্ছেন, তবে তথ্যপ্রমাণ লোপাটও কি দুর্ঘটনা?'

সামাজিক মাধ্যমে প্রবল উপস্থিতি কুলতলির বালিকার

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি.স.): কুলতলির বালিকা এখন প্রবল মাত্রা পাচ্ছে সামাজিক মাধ্যমে। মানুষের আবেগ, অনুভূতি, রাগ-দ্বেষ সব যেন এই মাধ্যমে ফুটে উঠছে নানাভাবে।

বামপন্থী চলচ্চিত্র পরিচালক অনিন্দিতা সর্বাধিকারী সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, "শ্রীভূমিতে দুর্গা নেই। ৬৪ পল্লী, বকুলবাগান, সঙ্ঘশ্রী, চেতলা সার্বজনীন, টালা প্রত্যয়...না। কোথাও নেই। দুর্গার লাশ পড়ে আছে কুলতলির লাশকাটা ঘরে।" রবিবার দুপুর দেড়টায় প্রতিক্রিয়া হয়েছে ২৮টি।

আইভি তপাদার লিখেছেন, "সমাজে শুধু অসুরের দাপাদাপি, তাই দুর্গারা আজ ভয়ে।" শুভম মুখার্জি লিখেছেন, "সমাজে অসুর তো আগেও ছিল, কিন্তু বর্তমানে দুর্গা ও তার পরিবার অসুর দমনে কেন ব্যর্থ হচ্ছে? এগুলো কি নতুন কোনো বিপ্লবের ইঙ্গিত? এত কিছুর পরেও যারা শ্রীভূমির মোচ্ছবে মাতছে তারাই অসুরদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন না তো?" জবাবে আইভি লিখেছেন, "সব আছে চারিদিকে শুধু একজন উদয়ন পন্ডিত নেই।" শুভম মুখার্জি লিখেছেন, "আমি নিজে শিক্ষকতার সাথে যুক্ত, তাই আরও লজ্জিত উদয়ন পন্ডিতের অভাবে।" আইভি-র প্রতিক্রিয়া, "আমরা সবাই বড্ড বেশি লজ্জা পাচ্ছি দরকার ঘৃণা পাবার। ঘৃণা করতে না শিখলে আগুন জ্বলবে না। সুজাতা চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "একদম ঠিক কথা।"

সংহিতা রতন গোস্বামী লিখেছেন, "এখন মর্তের দুর্গারা জেগেছে। তাই মা দুর্গার মৃন্ময়ী রূপ নিজেকে শান্ত রেখেছেন। সময় হলে তিনি চামুণ্ডা রূপ নেবেন।" শুভজিৎ ব্যানার্জি লিখেছেন, "কুলতলীর বাচ্চা মেয়েটা পুকুর পাড়ে শুয়ে আছে, নতুন ড্রেস হয়েছে, কি মজা। কি আনন্দ তাই না। ফিরিয়ে দিন ওর প্রাণ, ও উৎসবে ফিরতে চায়। দিতে পারবেন ফিরিয়ে?"

মলয় দত্ত লিখেছেন, "একদম ঠিক বলেছেন।" দিব্যেন্দু দাস বাউল লিখেছেন, "সব লক্ষীশ্রী দিদিদের জানাচ্ছি এইবার আপনাদের দিদি পৃথিবীর সেরা পুজোর করেছে, কুলতলির লাশ কাঁটা ঘরে, আপনারা সাথে পিঠে বানিয়ে যাবেন, কারণ নেক্সট আপনার......।"

কুহেলি ঘোষ লিখেছেন, "তাতেও লোকের ভীড়ের কমতি নেই। টিকিট কেটে দুর্গা দেখতে যাচ্ছেন লোকে, দলে দলে।" কুণাল রায় লিখেছেন, "ছবির বদলে গোলাকার পরিচিতি (আইডি)-তে লিখেছেন 'উৎসবে ফিরছি না'। মাটির দুর্গা পুজো করে কি হবে, জ্যান্ত দুর্গা যদি নিরাপদ না থাকে।"

পৃথক পোস্টে কালো বাক্সে বড় হরফে কৌশিক চক্রবর্তী লিখেছেন, "দুর্গা মণ্ডপে নেই। দুর্গা মর্গে।" অপর পোস্টে কালো বাক্সে বড় হরফে তিনি লিখেছেন, "নিউটাউন যাত্রাগাছি , ১৬ বছর। জয়নগর, ৯ বছর। দেবীপক্ষ শুরু হয়ে গ্যাছে শুভ চতুর্থী!" আরও একটি পোস্টে কালো বাক্সে বড় হরফে তিনি লিখেছেন, "আশ্বিনের শারদ প্রাতে, এবার বন্দুক থাকবে হাতে.."।

আইএসএলের গোল্ডেন বুট পাওয়ার দৌড়ে শীর্ষে রয়েছেন সাদিকু, দ্বিতীয় সুনীল ছেত্রী

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি.স.): ইন্ডিয়ান সুপার লিগ অর্থাৎ আইএসএল সিজন শুরু হয়েছে ১৩ সেপ্টেম্বর। ১৩টি দল শীর্ষ পুরস্কারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া খেলোয়াড়রাও নজর দিয়েছে ''গোল্ডেন বুট'' সম্মানের জন্য। এই তালিকায় এফসি গোয়ার আরমান্দো সাদিকু চার ম্যাচে চার গোল করেছেন। চার গোল করেছেন আরো দুজন এনইইউএফসি-র আলেদিন আজারেই এবং সাদিকুর সতীর্থ বোর্জা হেরেরা।

প্রাক্তন ভারতীয় আন্তর্জাতিক এবং বেঙ্গালুরু এফসি স্ট্রাইকার সুনীল ছেত্রী,চারটি আউটিংয়ে তিনটি গোল করে তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন।সুনীল ছেত্রির সঙ্গে আরও দু''জন দ্বিতীয় স্থানে আছেন, তাঁরা হলেন ওডিশা এফসির দিয়েগো মৌরিসিও ও কেরালা ব্লাস্টার্সের নোয়া সাদাউই।

মালদায় ধর্ষিতা যুবতীকে হুমকি, পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ

মালদা, ৬ অক্টোবর (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গে থ্রেট কালচার অব্যাহত রয়েছে। এবার মালদার মানিকচক থানার পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে ধর্ষিতা যুবতীকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। রবিবার স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কিছুদিন আগে মানিকচক থানা এলাকার এক যুবতী ধর্ষণের শিকার হন। অভিযুক্তকে গ্রামবাসীরা হাতেনাতে ধরে থানায় পুলিশের হাতে তুলে দেয়। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।

তবে অভিযোগ উঠেছে, থানার পুলিশ আধিকারিক স্বপন চক্রবর্তী ধর্ষিতা যুবতীকে মামলা প্রত্যাহার করার জন্য চাপ দেন। তিনি অভিযোগ প্রত্যাহার না করলে মিথ্যে বদনাম ও মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকি দেন। এই ঘটনায় ভীত যুবতী বাধ্য হয়ে জেলার পুলিশ সুপার এবং মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হন। ঘটনা জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

বিষয়টি ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। রবিবার বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলা সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি বলেন, 'এই রাজ্যের পুলিশ তৃণমূলের দালালি করতে ব্যস্ত। অভিযুক্তের কাছ থেকে মোটা টাকা নিয়ে মামলা প্রত্যাহারের জন্য হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এ ঘটনা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।'

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা মুখপাত্র আশিস কুন্ডু জানান, 'যে পুলিশ কর্মী এ কাজ করেছেন, তার বিরুদ্ধে তদন্ত হবে। তৃণমূল এসব বরদাস্ত করবে না।' তিনি বিজেপির দিকে আঙুল তুলে বলেন, 'বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে তো এমন অভিযোগ পর্যন্ত নেওয়া হয় না।'

রবিবার আগরতলার অরবিন্দ ক্লাবের কর্মকর্তারা এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। নিজস্ব ছবি।

বিজেপি একাই সরকার গঠন করবে হরিয়ানায়, আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রী সাইনি

পাঁচকুলা, ৬ অক্টোবর (হি.স.): বিজেপি একাই হরিয়ানায় সরকার গঠন করবে, আশাবাদী বিজেপি নেতা তথা রাজ্যের বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনি। রবিবার হরিয়ানার পাঁচকুলায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন, 'আমাদের কোনও ধরনের জোটের প্রয়োজন হবে না, আমি প্রথম থেকেই বলে আসছি, বিজেপি একাই সরকার গঠন করবে। আমাদের সমস্ত ব্যবস্থা আছে। আমি নিশ্চিত, বিজেপি একাই সরকার গঠন করবে। কিন্তু আমাদের যদি জোটের প্রয়োজন হয়, আমরা ভেবে দেখব, সব ব্যবস্থা আমাদের আছে।'উল্লেখ্য, বুথ ফেরত সমীক্ষা অনুযায়ী, হরিয়ানায় খারাপ ফল হতে চলেছে বিজেপির। এই আবহে মুখ্যমন্ত্রী নায়াব সিং সাইনি রবিবার বলেছেন, 'যদি জোটের প্রয়োজন হয়, আমরা ভেবে দেখব।' যদিও, জয়ের বিষয়ে তিনি প্রবল আশাবাদী। সাইনি এদিন আরও বলেছেন, 'আমি আমার দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানাই, যারা এই নির্বাচনে আমাদের পথ দেখিয়েছেন - প্রধানমন্ত্রী মোদী, দলের সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। আমি হরিয়ানার লক্ষ লক্ষ দলীয় কর্মীকে ধন্যবাদ জানাই। ৮ অক্টোবর পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সঙ্গে আমরা সরকার গঠন করবো।'

প্রতীক্ষার অবসান, প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভের লোগো উন্মোচন করলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ

প্রয়াগরাজ, ৬ অক্টোবর (হি.স.): প্রতীক্ষার অবসান, রবিবার প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভের লোগো উন্মোচন করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এদিন প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভ মেলা ২০২৫-এর লোগো উন্মোচন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। এই অনুষ্ঠানে উত্তর প্রদেশে মন্ত্রিসভার সদস্য-সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'মহাকুম্ভে ভক্তদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা উচিত।

যে কর্মীদের মোতায়েন করা হবে, তাদের বেসামরিক, বিভিন্ন সংস্থার স্বেচ্ছাসেবক অথবা উত্তর প্রদেশ পুলিশ, হোম গার্ড ইত্যাদি হতে হবে। কাউন্সেলিং এবং স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহাকুম্ভ মেলা ২০২৫-এর লোগো উন্মোচন করা হয়েছে এবং আমি তথ্য বিভাগকে অনুরোধ করছি, যেন লোগোটি প্রতিটি জেলা সদর, উত্তর প্রদেশজুড়ে রেলওয়ে স্টেশন এবং ভারত জুড়ে বিমানবন্দরে প্রদর্শিত হয়। নেতিবাচকতার কোনও জায়গা থাকা উচিত নয়, ভক্তদের নিরাপত্তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করা উচিত।'

জুনিয়র চিকিৎসকদের আর্থিক সাহায্য ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের প্রাক্তনীদের

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি.স.): রবিবার কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের পক্ষ থেকে জুনিয়র চিকিৎসকদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া হল। প্রাক্তনীরা জানান, তারা ১৯৮৭ সালে এই কলেজে ডাক্তারি পড়তেন এবং ২০২৩ সালের পুনর্মিলন-এর সময় তহবিল সংগ্রহ করেছিলেন। সেই তহবিল থেকেই প্রায় ৩ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য হিসেবে জুনিয়র চিকিৎসকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

প্রাক্তনীরা জানিয়েছেন, তারা সবসময় জুনিয়র চিকিৎসকদের পাশে থাকবেন এবং ভবিষ্যতেও প্রয়োজনীয় সহায়তা করবেন। সিনিয়র চিকিৎসকদের মতে, এই সাহায্য তাদের পুনর্মিলন তহবিলের অর্থের অংশবিশেষ। এদিন প্রাক্তনীরা জানিয়ে দেন জুনিয়র চিকিৎসকরা যে মহতী উদ্দেশ্যে পালন করছেন তার জন্য তারা সর্বদা পাশে আছেন। যে কোন সহায়তায় তারা এগিয়ে আসবেন।

এদিন আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসক দেবাশিস হালদারের হাতে এই অর্থ তুলে দেন ন্যাশনাল মেডিকেল কলজের প্রাক্তনীরা।

বিজেপি দরিদ্র বিরোধী দল, তাঁরা গরিব মানুষকে কষ্ট দেয় : অতিশী মারলেনা

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর (হি.স.): বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেত্রী অতিশী মারলেনা। রবিবার দিল্লিতে "জনতা কি আদালত" কর্মসূচিতে অতিশী বলেছেন, বিজেপি দরিদ্র বিরোধী দল, তাঁরা গরিব মানুষকে শুধু কষ্ট দেয়। অতিশী দাবি করে বলেছেন, 'দিল্লিই একমাত্র স্থান, যেখানে প্রচণ্ড গরমেও ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ পাওয়া যায় এবং তারপরও বিল শূন্য, এটা অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দিল্লি। বিজেপি একটি গরিব বিরোধী দল এবং তারা গরিব মানুষকে কষ্ট দেয়। গত কয়েক বছর ধরে, বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার একের পর এক দিল্লি জুড়ে "ঝুপড়ি" ভেঙে দিচ্ছে, বিজেপি ৬ মাস আগে বার্ধক্য পেনশন বন্ধ করে দিয়েছে।'

PUBLIC NOTICE

Whereas a total of 12087.6895 sqm length of plot is required for laying the IGGL pipeline under the NEGG Project at kanchancherra Mouja, Uttar Dhumacherra & Dakshin Dhumacherra under Manu Revenue Circle, Longtharai Valley Sub-division.

Whereas, during field enquiry it was deciphered that the recorded owners or their survivours, whose plots are required by the MOP & NG for laying of IGGP pipeline are not presently residing in the locality.

Hence, all the Recorded Owners or their survivors of the mentioned plots are hereby requested to take a notice through the Daily Newspaper and to contact with this office within the next 15 days from the publication of the Notice, along with Photo ID proof. Certified Copy of RoR, Death Certificate and Survival Certificate (In case of the death of the Recorded Owner) to claim their compensation from the C/A of IGGL, Tripura

Sl NO	Name of Mouja	Name of the Recorded Owner	Plot No
1	Dakshin Dhumacherra	Chandiram Reang S/o-Bebhibsan Reang Phiaha Reang S/o- Bebhibsan Reang Jananthan Reang S/o-Harimangal Reang Padmaram Reang S/o-Ingoy Reang Joychandra Reang S/o-China Joy Reang Rasabahadur Reang S/o-Dohon Reang Pandab Ray Reang S/o-Kanaram Reang	1130
		Chandiram Reang	1151 & 1171
2	Uttar Dhumacherra	Binda Kumar Debbarma S/o-Gyan Ch Debbarma Budhalaxmi Vaidinab S/o Chandra Kr Debbarma Sukchandra Debbarma S/o-Gyan Ch Debbarma Gourichandra Debbarma S/o-Madhu Ch Debbarma Mrugal Ch Debbarma S/o-Pyarichoran Debbarma	525 & 526
		Rabi Ch Debbarma	529
3	Kanchancherra	Mostanda Tripura S/o-Krishna Reyaja	947
		Chintaharan Tripura S/o Krishna Kumar Tripura	943,914
		Kriana Kumar Reyaja S/o-Rabi Chaitan Reyaja	978,979,982,984,983
		Jakoma Darlong S/o-Tuma Darlong	850
		Mudyadhan Tripura S/o-Krishna Kumar Tripura	916
		Jatramohon Tripura	893
		Khamlah dingi Darlong W/o-Vanlal Darlong	762
		Kunga Darlong S/o-Jana Darlong	733
		Rakesh Ch Deb S/o-Yogendra Ch Deb Jyotish Ch Deb S/o-Yogendra Ch Deb Satish Ch Deb S/o-Yogendra Ch Deb	953,951,958

ICA/D/1059/24

Sub-Divisional Magistrate Longtharai Valley Sub-Division Chailengta, Dhalai Tripura

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

হার্ট থেকে কিডনি, প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশি খেলে ক্ষতি হতে পারে

খাবারে সামান্য একটু নুন কম হলেই মেজাজ একেবারে সপ্তমে। আলাদা করে নুন না মিশিয়ে ঝাল, ঝোল, তরকারি কিছুই মুখে রোচে না। এমনকি বাইরে বেরিয়ে সামান্য ফুচকা খেতে গেলেও আলুর পুরে বেশি করে নুন মেশাতে বলতে হয়। শরীরে প্রয়োজনীয় নানা উপাদনের মধ্যে সোডিয়াম অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যা সাধারণ খাবারের মধ্যে দিয়েই প্রতি দিন শরীরে প্রবেশ করে। তবে তারও নির্দিষ্ট মাত্রা আছে। দিনের পর দিন শরীরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নুন খাওয়ার ফলে শরীরে কেমন প্রভাব পড়ে, তা জানেন?

১) উচ্চ রক্তচাপ নুন বেশি খেলে রক্তে সোডিয়ামের মাত্রা বেড়ে যায়। যা রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ার জন্যে অনেকাংশে দায়ী। রক্তের চাপ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে তা রক্তবাহিকার উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। ফলে স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা বেড়ে যায়।

২) কিডনির সমস্যা শরীরে তরলের মাত্রা ঠিক রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কিডনি। অতিরিক্ত নুন খেলে শরীরে তরলের পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলে কিডনির উপর চাপ পড়ে। দীর্ঘ দিন ধরে কিডনির উপর চাপ পড়তে থাকলে তা বিকল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ৩) ওয়াটার রিটেনশন অতিরিক্ত নুন খেলে শরীরে তরলের মাত্রা বাড়তে থাকে। এই অতিরিক্ত তরলই শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জমতে শুরু করে। পায়ের পাতা, গোড়ালি বা হাতের বেশ কিছু অংশে ফোলা ভাব দেখা যায়। সেখান থেকে প্রদাহ বাড়তে পারে।

৪) জল তেষ্টা বাড়িয়ে দেয় অতিরিক্ত নুন খেলে জল তেষ্টা বেড়ে যায়। তাতে শরীরের ভাল তো নয়ই উল্টে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি। শরীর ভাল রাখতে গেলে জল খাওয়া প্রয়োজন। তবে তারও নির্দিষ্ট মাপ রয়েছে। সারা দিনে ৭ থেকে ৮ গ্লাস অর্থাত ৩ থেকে ৪ লিটার জল খাওয়াই যথেষ্ট বলে মনে করেন চিকিতকেরা। তার বেশি জল খেলেই কিডনি, লিভারের মতো অঙ্গের উপর চাপ পড়ে। ৫) অস্টিয়োপোরোসিস অতিরিক্ত নুন খেলে হাড় ক্ষয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। মাত্রাতিরিক্ত নুন খেলে শরীরে জলের পরিমাণ বেড়ে যায়। হাড়ের জন্যে প্রয়োজনীয় ক্যালশিয়াম মূত্রের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। ফলে হাড় সহজেই ভঙ্গুর হয়ে পড়ে।

ডায়েট করেও ওজন কিছুতেই কমছে না?

পুজোর আগে রোগা হওয়ার জন্য অনেকেই তোড় জোড় শুরু করেন। খাওয়াদাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ না করলে ওজন কমানো সম্ভব নয়। শরীরে মেদ জমা হয় খাওয়াদাওয়ার বেনিয়মেই। সেই বাড়তি ওজন ঝরাতে রাশ টানতে হবে খাওয়াদাওয়াতেই। ছিপছিপে হতে তাই কমবেশি সকলেই ভরসা রাখেন ডায়েটে। রোগা হওয়ার পরিকল্পনা করলেই প্রায় উপোস করার পথে হাঁটতে শুরু করেন কেউ কেউ।

তাতে অবশ্য লাভ কিছু হয় না। বরং ক্ষতি হয় যথেষ্ট। ডায়েট করেও ওজন ঝরে না। জেনে নিন, কোন অভ্যাসগুলি ওজন কমানোর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

প্রোবায়োটিক না খাওয়া: ওজন ঝরানোর পর্বে প্রোবায়োটিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শরীরে প্রোবায়োটিকের ঘাটতি হলে ওজন কমানো মুশকিল হয়ে পড়ে। দইয়ে প্রোবায়োটিক সবচেয়ে বেশি থাকে। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রোবায়োটিক খেতেই হবে। রোজ নিয়ম করে দই, দইয়ের ঘোল, দই দিয়ে বানানো ফ্রুট স্যালাড বেশি করে খেতে হবে।

জল কম খাওয়া: ওজন কমানোর জন্য শুধু কড়া ডায়েট মানলেই হবে না, জলও খেতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে। নিয়ম মেনে ডায়েট করলেও জল খেতে ভুলে যান অনেকেই। জল কম খেলে হজম ভাল হয় না। রোগা হওয়ার জন্য হজম ঠিকঠাক হওয়া জরুরি। প্রয়োজনের তুলনায় কম জল খাওয়ার অভ্যাস ওজন বাড়িয়ে দেয়। তাই রোজ বেশি করে জল খেতে হবে। এ ছাড়া, জল বেশি আছে এমন ফল, ফলের রস খাওয়া যায়।

সকালের খাবার না খাওয়া: সকালে উঠে অনেক ক্ষণ খালি পেটে থাকা সবচেয়ে খারাপ অভ্যাস। এতে ওজন তো কমেই না, উল্টে বেড়ে যায়। উপোস করে থেকে ওজন কমানোর পরিকল্পনা একেবারেই ভুল। বরং সময় মতো স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে ওজন ঝরানো যায়। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইলে সকালের খাবার এড়িয়ে গেলে চলবে না।

চিনি খাওয়ার অভ্যাস: ওজন ঝরানোর জন্য ডায়েট করতে গিয়ে মিষ্টি, কেক-পেস্ট্রি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, অথচ রোজ সকালে চিনি দেওয়া চা, এমনকি রান্নাতেও চিনি ব্যবহার করছেন। দ্রুত ওজন ঝরাতে চাইলে সবার আগে চিনি খাওয়া বন্ধ করতে হবে।

শরীরচর্চা না করা: খুব বেশি কড়া ডায়েট যেমন কিটো ডায়েট কিংবা ক্রাশ ডায়েট করে ওজন ঝরানোর তুলনায় পুষ্টিবিদেরা স্বাস্থ্যকর খাবার খেয়ে ওজন কমানোর পরামর্শ দেন বেশি। তবে কেবল ডায়েট নয়, সঙ্গে অবশ্যই শরীরচর্চাও করতে হবে। জিমে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভারী শরীরচর্চা না করলেও হাঁটাহাঁটি, জগিং, কার্ডিয়ো, যোগাসনের মতো হালকা ব্যায়াম কিন্তু করতেই হবে।

চুলের তেল, প্যাক, সিরাম, তৈরি করা যায় পেঁয়াজের খোসা দিয়ে

প্রতি দিনের মাছের পদে পেঁয়াজ, রসুন না পড়লেও ডিম কিংবা মাংস রাঁধতে গেলে পেঁয়াজ চাই। রূপচর্চাতেও পেঁয়াজের রস কাজে লাগে। তাই পেঁয়াজ কাটার পর তার খোসার জায়গা হয় আবর্জনার বালতিতে। শুনতে অবাক লাগলেও এ কথা সত্যি যে পেঁয়াজের মতোই পেঁয়াজের খোসারও অনেক গুণ রয়েছে। সামনেই তো পুজো। বেহাল চুলের জেল্লা ফেরাতে প্রচুর খরচ করে সালোঁয় না গিয়ে পেঁয়াজের খোসা দিয়েই তৈরি করে ফেলতে পারেন তেল, সিরাম এবং মাস্ক।

যা নিষ্প্রাণ চুলে জেল্লা আনবে এবং অতিরিক্ত চুল ঝরে পড়ার সমস্যা থেকেও রেহাই দেবে।

১) পেঁয়াজের খোসা দিয়ে তৈরিহেয়ার মাস্ক:

পেঁয়াজের খোসা রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে রাখতে পারেন। না হলে দোকান থেকে তা কিনেও আনতে পারেন। এ বার খোসার সঙ্গে পরিমাণ মতো অ্যালো ভেরা জেল মিশিয়ে একটি প্যাক তৈরি করুন। স্নানের আগে মাথার ত্বকে, চুলে ভাল করে মেখে রাখুন এই মিশ্রণ। ঘণ্টাখানেক রেখে মাইল্ড কোনও শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।

২) পেঁয়াজের খোসা ভেজানো জল:

বাজার থেকে কেনা সিরামে রাসায়নিক পদার্থ থাকতেই পারে। তাই বলে চুলের যত্নে সিরাম মাখা বন্ধ থাকবে কেন? বাড়িতে সহজেই তৈরি করে ফেলতে পারেন এই প্রসাধনীটি। একটি পাত্রে জল এবং পেঁয়াজের খোসা ভাল করে ফুটিয়ে নিন। জল কিছুটা ঠান্ডা হলে ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে নিন। স্নানের আধ ঘণ্টা আগে ওই জল দিয়ে মাথা ধুয়ে নিন। তার পর হালকা কোনও শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।

৩) পেঁয়াজের খোসা দিয়ে তৈরি তেল:

নারকেল তেল এবং রোদে শুকনো করে রাখা পেঁয়াজের খোসা ভাল করে মিশিয়ে নিন। এ বার হালকা আঁচে তেল গরম হতে দিন। কিন্তু ফোটানোর প্রয়োজন নেই। তার পর একটু ঠান্ডা হলে মাথার ত্বকে মেখে ফেলুন। আধঘণ্টা রেখে মাইল্ড কোনও শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন।

দুধ, ছানা না খেলেও সময়ে সুস্থ থাকতে গেলে নিয়মিত টক দই খেতে হবে

দুধের চেয়ে দইয়ের পুষ্টিগুণ অনেকটাই বেশি। দুধ থেকে দই তৈরির যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, তাতেই ল্যাক্টোব্যাসিলাস ব্যাক্টেরিয়ার জন্ম। ফলে যাঁদের ল্যাক্টোজ ইনটলারেন্স রয়েছে, তাঁদের দই খেতে সমস্যা হয় না। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, অন্ত্রে থাকা ভাল ব্যাক্টেরিয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে পারে টক দই।

তাই শিশু থেকে বৃদ্ধ, সকলকেই টক দই খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা। টক দই খেলে শরীরে আর কী কী উপকার হয় জানেন?

১) প্রতিরোধশক্তি বাড়িয়ে তোলে আবহাওয়ার খামখেয়ালি স্বভাবের জন্য সংক্রমণজনিত নানা প্রকার রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সর্দি-কাশি-জ্বর তো প্রায় প্রতিটি ঘরেই হচ্ছে। এই সময়ে নিয়মিত টক দই খেলে তা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে।

২) হাড় মজবুত করে

পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের হাড়ের ক্ষয় হয় বেশি। তাই অস্টিয়োপোরোসিসের মতো হাড়ের রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে নিয়মিত টক দই খেলে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্যালশিয়াম শরীরে পৌঁছয়। যা এই ধরনের হাড়ের সমস্যা কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৩) উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে

টক দই উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। যাঁরা নিয়মিত টক দই খান, তাঁদের রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রাও সীমার মধ্যেই থাকে। ফলে ধমনীর পথ রুদ্ধ হয়ে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোক হওয়ার আশঙ্কা কিছুটা হলেও এড়িয়ে চলা যায়। ৪) গোপনাঙ্গের সুরক্ষায় বর্ষাকালে মহিলাদের গোপনাঙ্গে ছত্রাকঘটিত সংক্রমণের বাড়বাড়ন্ত দেখা যায়। যৌনাঙ্গের পিএইচের মাত্রায় হেরফের হতে পারে। চিকিতকেরা বলছেন, টক দইয়ে থাকা ভাল ব্যাক্টেরিয়া এই ধরনের ছত্রাকঘটিত সংক্রমণ রুখে দিতে পারে।

৫) ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে

পুজোর আগে শরীরের বাড়তি মেদ ঝরিয়ে ছিপছিপে হতে চাইলে নিয়মিত টক দই খাওয়া শুরু করতে হবে এখন থেকেই। কারণ, টক দই খেলে বিপাক হার ভাল হবে। আর বিপাকহার ভাল হলে ওজন ঝরানো সহজ হবে। এ ছাড়াও, শরীর থেকে কর্টিজল হরমোন ক্ষরণের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণ করে টক দই। এই কর্টিজল হরমোনও কিন্তু শরীরে মেদ জমার আরও একটি কারণ।

রোজ সকালে একবাটি ছোলা খেলেই সুগার, কোলেস্টেরল থাকবে নিয়ন্ত্রণে

হালে প্রোটিন পাউডার যুক্ত হয়েছে ফিটনেস ফ্রিকদের ডায়েটে। এর আগে ব্যায়ামবীররা মুগুর ভাঁজার পর ছোলাই খেতেন। যাঁরা রোজ নিয়ম করে মাঠে ছুটতে যেতেন তাঁরাও প্রথমে সেই গুড় আর ছোলাই খেতেন। একমুঠো ভেজানো ছোলা দিয়ে হত দিনের শুরু , বাচ্চাদের ঘুম থেকে তুলে একরকম জোর করেই ভেজানো ছোলা-বাদাম-মুগ খেতে দেওয়া হত। ছোলার একাধিক স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে। ছোলার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন থাকে যা আমাদের পেশী গঠনে সাহায্য করে। ছোলা ফাইবারের খুব ভাল উৎস ফলে হজমে কোনও রকম সমস্যা হয় না, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতেও ছোলার কোনও তুলনা নেই। ছোলায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ক্যালশিয়াম যা হাড়, দাঁত মজবুত করতে সাহায্য করে। ছোলার ডালে ভিটামিন সি, ভিটামিন বি এবং ফোলেটের মতো বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন রয়েছে যা শরীর স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সাহায্য করে। এছাড়াও ছোলার মধ্যে থাকে ফোলিক অ্যাসিড-যা গর্ভবতী মহিলাদের জন্য খুবই উপকারী। ছোলাতে প্রচুর পরিমাণ ম্যাগনেসিয়ামও থাকে, যা একটি শিশুর বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। আর অঙ্কুরিত ছোলা খেতে পারলে তার তো উপকারিতা অনেক- শরীরকে সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় পুষ্টি দিতে ছোলার কোনও তুলনা নেই। ছোলায় প্রোটিন, ফাইবার, ভিটামিন আর মিনারেল প্রচুর পরিমাণে থাকে। ফলে তা শরীরকে শক্তি দেয় আর স্বাস্থ্যেরও উন্নতি করে। অঙ্কুরিত ছোলার মধ্যে প্রোটিনের ভাগ অনেক বেশি থাকে। যা পেশীর বিকাশের জন্য প্রয়োজন। যাঁরা নিরামিষ খান তাঁদের প্রতিদিন একমুঠো করে ছোলা খাওয়া দরকার। ছোলার মধ্যে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার থাকে যা আমাদের হজম করতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্যও দূর করে। তাই পেটের সমস্যা হলে রোজ নিয়ম করে ছোলা খেতে হবে।অঙ্কুরিত ছোলায় রয়েছে ভিটামিন সি, ভিটামিন এ, ভিটামিন বি এর পাশাপাশি বি কমপ্লেক্স, যা আপনার শারীরিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। এছাড়াও, এতে ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম এবং পটাসিয়ামের মতো খনিজ উপাদান রয়েছে যা হাড় ও হার্টের জন্য প্রয়োজনীয়

যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিসে ভুগছেন তাঁদের জন্যেও খুব উপকারী হল ছোলা। সকালে ঘুম থেকে উঠে ছোলা খেলে সারাদিন সুগার বশে থাকে। অঙ্কুরিত ছোলার মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ক্যালশিয়াম যা হাড় ও দাঁত মজবুত রাখে। আর ছোলাতে আয়রনের ভাগ অনেক বেশি। থাকে ক্যালশিয়ামও। ফলে হাড়ের জোর বাড়াতে, শরীরে রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে, জটিল হার্টের সমস্যা প্রতিরোধ করতে এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিয়ম করে অঙ্কুরিত ছোলা খান।

রাতে জাগার অভ্যাস অজান্তেই শরীরে বাসা বাঁধছে ডায়াবেটিস

ব্যস্ত জীবনযাপন এবং কাজের কারণে বেশিরভাগ মানুষই আজকাল পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমাতে পারেন না। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পরে স্বাস্থ্যের উপর। আজকাল আধুনিক জীবনধারার কারণে মানুষ গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন। আর এটি তাঁদের কাছে ভীষণ সাধারণ একটি অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই সাধারণ অভ্যাস যে তাঁদের জীবনে কতটা ক্ষতি করছে, তা টেরই পাচ্ছেন না অনেকে।সম্প্রতি, একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে ,যাঁরা গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন তাদের টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে। গবেষকদের মতে, যারা গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন তাঁদের অন্যান্য রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও অন্য মানুষের তুলনায় বেশি হয়। অ্যানালস অফ ইন্টারনাল মেডিসিন জার্নালে এই গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয়েছে।হার্ভার্ড মেডিসিন স্কুলের গবেষকরা ৬০ হাজার নার্সের ওপর এই গবেষণা চালিয়েছেন। গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে রাতে কাজ করা নার্সরা কাজেক কারণে রাতে ঘুমোননা। এবং শুধু তাই-ই নয়, অস্বাস্থ্যকর খাবার খান।আর যার প্রভাব পড়ছে তাঁদের শরীরের উপর।গবেষকরা বলছেন, গবেষণায় দেখা গেছে, যাঁরা রাতে জেগে কাজ করেন তাদের টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি দিনের বেলা কাজ করা মানুষের তুলনায় ১৯ শতাংশ বেশি।গবেষণায় বলা হয়েছে, যাঁরা গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন এবং দিনে ঘুমান, তাঁদের ঘুমের চক্রে ব্যাঘাত ঘটে। এর ফলে শরীরের বিপাকীয় প্রক্রিয়ার অবনতি ঘটে। এর ফলে শরীরে চর্বি জমতে থাকে এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিসের মতো মারাত্মক রোগ হয়। গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে, যাঁরা অনেক রাত জাগেন, প্রায় ভোরের দিকে ঘুমোন, তাঁদের ফ্যাট মেটাবলিজমের মধ্যে বড় পার্থক্য রয়েছে।দুই ধরনের ডায়াবেটিস আছে — টাইপ ১ এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিস। টাইপ ১ ডায়াবেটিস বেশিরভাগ লোকের জিনগত কারণে ঘটে এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিস খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রার কারণে ঘটে। টাইপ ২ ডায়াবেটিসে, অগ্ন্যাশয় প্রয়োজন অনুযায়ী ইনসুলিন তৈরি করতে সক্ষম হয় না। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের মাধ্যমে টাইপ ২ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আনা যায়।

দীর্ঘদিন ধরে গ্যাস সমস্যায় ভুগছেন?

খাবার খাওয়ার পর চোঁয়া ঢেকুর, গলা-বুক জ্বালার মতো শারীরিক অস্বস্তি হতে থাকে? এগুলো গ্যাস-অম্বলের লক্ষণ। অনেকেই বাড়ির খাবার খেয়েও বদহজমের সমস্যায় ভোগেন। তাছাড়া বাইরের অস্বাস্থ্যকর খাবার নিয়মিত খেলে গ্যাস-অম্বলের সমস্যা হতেই থাকে। কিন্তু গ্যাস-অম্বল হলেই অ্যান্টাসিড খেয়ে নেওয়া, মোটেই ভাল অভ্যাস নয়। তাই চিকিৎসকেরা বলেন, লাইফস্টাইলে বদল এনে বদহজমের সমস্যাকে দূর করতে। তবে, সাম্প্রতিকতম গবেষণা বলছে, হলুদ খেলে আপনার বদহজমের সমস্যা দূর হতে পারে।পেটের সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে হলে, সেটা মোটেই ভাল নয়। বাজারে গ্যাস-অম্বল নিরাময়ের ওষুধের সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু সবসময় অ্যান্টাসিডের উপর ভরসা করে থাকাও স্বাস্থ্যের জন্য উপযুক্ত নয়। যে কারণে বদহজম থেকে মুক্তি পেতে অনেকেই ঘরোয়া প্রতিকারের সন্ধানে থাকেন। সেখানে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা বলছে, হলুদ বদহজম থেকে মুক্তি দিতে সক্ষম। হলুদের মধ্যে কারকিউমিন নামের একটি সক্রিয় যৌগ রয়েছে। এই প্রাকৃতিক উপাদান প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। তাছাড়া এর মধ্যে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল উপাদান রয়েছে। ১৮ থেকে ৭০ বছর বয়সি ২০৬ জন রোগীর মধ্যে এই গবেষণা করা রয়েছে। ২০৬ জনের প্রত্যেকেই দীর্ঘদিন ধরে নানা কারণে পেট খারাপে ভুগছিলেন। একে ফাংশনাল ডিসপেপসিয়া বলা হয়। এই রোগীদের থাইল্যান্ডের হাসপাতাল থেকে নিয়োগ করা হয় এবং বিভিন্ন উপায়ে তাদের চিকিৎসা করা হয়। এই ২০৬ জন রোগীর প্রত্যেককেই ২৮ দিনের ট্রায়ালের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এই গবেষণাতেই দেখা গিয়েছে, পেটের রোগ কমাতে হলুদ দারুণ কার্যকর।

ওষুধের তুলনায় হলুদ কতটা বেশি কার্যকর, সেটা যাচাই করার জন্যই এই গবেষণা করা হয়েছিল। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের ৩টি দলে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম দলের ৬৯ জনকে ছোট ড্যামি ক্যাপসুল সহ দিনে চারবার ২৫০ গ্রাম কারকিউমিন দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় গ্রুপের ৬৮ রোগীকে প্রতিদিন ওমেপ্রাজল অর্থাৎ একটি ছোট ২০ মিলিগ্রাম ক্যাপসুল এবং দিনে চারবার দুটি বড় ডামি ক্যাপসুল দেওয়া হয়েছিল। তৃতীয় দলের ৬৯ রোগীকে হলুদ এবং ওমিপ্রাজলের সংমিশ্রণ দেওয়া হয়। এই গবেষণায় দেখা যায়, ২৮ দিনের মাথায় রোগীদের মধ্যে লক্ষণগুলো উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে। বিশেষ করে ব্যথা ও শারীরিক অস্বস্তি। যাঁরা ওমিপ্রাজলের সঙ্গে হলুদ গ্রহণ করেছিলেন, ৫৬তম দিনে তাঁদের মধ্যে লক্ষণগুলো জোরাল হয়েছে। আবার অনেক সময় হজম সংক্রান্ত সমস্যা দূর করতে হলুদ দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলে। তাই হলুদ কার্যকর হলেও কতটা উপকারী তা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গিয়েছে। তবে, এ বিষয়ে আরও গবেষণায় প্রয়োজন রয়েছে।

রবিবার আপনজন ক্লাবের কর্মকর্তারা এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। নিজস্ব ছবি।

এস আই-এর বিরুদ্ধে মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারের যৌন হেনস্থার অভিযোগ

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি.স.): পার্ক স্ট্রিট থানার সাব ইনস্পেক্টরের বিরুদ্ধে এক মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ার যৌন হেনস্থার অভিযোগ তুলেছেন। অভিযোগ, ওই অফিসার তাঁকে বিশ্রামকক্ষে ডেকে পাঠিয়ে অশালীনভাবে স্পর্শ করেন। শুক্রবার মধ্যরাতের ঘটনাটি প্রকাশ্যে এসেছে রবিবার।

খাস কলকাতায় থানার ভিতর এধরণের ঘটনার অভিযোগ এর আগে হয়েছে কিনা, কেউ মনে করতে পারছেন না। চিঠিটি রাজ্যের মুখ্যসচিব, পুলিশ কমিশনার, জয়েন্ট পুলিশ কমিশনার, ডেপুটি পুলিশ কমিশনার ও পার্ক স্ট্রিট থানার ওসি-কে পাঠানো হয়েছে।এই চিঠিকে এফআইআর হিসেবে দায়ের করে পদক্ষেপ করার অনুরোধ করেছেন তিনি।

অভিযোগপত্রে মহিলা সিভিক পুলিশ লিখেছেন, "আমি ২০১৭ সাল থেকে সিভিক ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করছি। এখন পার্ক স্ট্রিট থানার অধীনে রয়েছি। চার তারিখ রাত ৯টা থেকে আমি ডিউটি করছিলাম। সে সময়ে ওই অফিসার আমাকে তাঁর গার্ডকে দিয়ে তাঁর রেস্টরুমে ডেকে পাঠান। পার্ক স্ট্রিট থানার তিনতলায় অবস্থিত ওই ঘর। রাত প্রায় ১টা ১০ নাগাদ আমি সেখানে যাই, যা ক্যালেন্ডারের হিসেবে ৫ অক্টোবর তারিখ।"

চিঠিতে তাঁর অভিযোগ, "ওই এসআই অফিসার আমায় পূজা উপহার হিসেবে একটি নতুন সালোয়ার কামিজ দেন।

আমি সেটি নেওয়ার সময়ে তিনি আমার শরীরে অবাঞ্ছিত স্পর্শ করেন। আমি বাধা দিলে তিনি বলেন এটা কোনও ব্যাপার নয়। তিনি আমায় মৌখিকভাবে সান্ত্বনা দেওয়ারও চেষ্টা করেন। কিছুক্ষণ পরে আমি আমার ছোট ভাইকে ফোন করি। সে কিছুক্ষণের মধ্যে এসে একটি ডায়েরি করতে চায়। কিন্তু ডিউটি অফিসার রণবীর দাস আমার অভিযোগ নিতে অস্বীকার করেন। আমায় বলা হয় থানাতেই কথা বলে মিটিয়ে নিতে। ঘটনাটি এড়িয়ে যেতে।"

ওই মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারের দাবি, এর আগেও এমন ঘটনা তাঁর সঙ্গে ঘটিয়েছেন অভিযুক্ত ওই অফিসার। তিনি লিখেছেন, "এর আগেও ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে দুপুর দেড়টা নাগাদ মত্ত অবস্থায় তিনি পার্ক স্ট্রিট থানার কম্পিউটার রুমে আমার সঙ্গে একই ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। আমি সেবার বিষয়টি উপেক্ষা করেছিলাম, পরিবারকেও কিছু জানাইনি। কিন্তু এবার আমার মানসিক অবস্থা খুবই বিপর্যস্ত। আমি নিরাপত্তাহীন বোধ করছি, আত্মসম্মানের অভাব অনুভব করছি।"

ওই মহিলা আরও লিখেছেন, এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়া পর্যন্ত তিনি কোনও ডিউটি পালন করবেন না। নিচুতলার কর্মীর সঙ্গে ওই অফিসার যে আচরণ করেছেন, তা ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো তাঁর নৈতিক দায়িত্ব বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

রাজ্যজুড়ে ঘটে চলা বিভিন্ন ঘটনার জেরে পুলিশকে এমনিতেই এখন সাধারণ মানুষ কাঠগড়ায় তুলেছে। আর জি কর থেকে জয়নগর, বারবার বিদ্ধ হচ্ছে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ। তার মধ্যে খাস কলকাতা শহরের বুকে মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ারের এই অভিযোগ আলোড়ন তুলেছে।

নিরপেক্ষতার স্বার্থে কেন্দ্রীয় হাসপাতালে ময়নাতদন্ত চান নির্যাতিতার মা-বাবা

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি.স.): জয়নগরের মহিষমারি গ্রামে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগের ঘটনায় মৃতার ময়নাতদন্ত নিয়ে জটিলতা। এবার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে পরিবার।

যাতে দ্রুত শুনানি হয়, তার আবেদন জানিয়েছে পরিবার। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে রবিবারই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নাবালিকার পরিবারের বক্তব্য, মৃতার ময়নাতদন্তে কোনওভাবে রাজ্য সরকারি হাসপাতাল বা রাজ্য পুলিশের অধীনে করতে চায় না তারা। এক্ষেত্রে কোনও কেন্দ্রীয় হাসপাতালে ময়নাতদন্তের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। নিরাপত্তা বজায় রাখতে তাদের এই দাবি।

তবে এ বিষয়ে জটিলতা রয়েছে। এর আগে এই ধরনের একাধিক অভিযোগের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় হাসপাতালে যখন ময়নাতদন্তের কথা বলা হয়, তখন কম্যান্ড হাসপাতাল তাতে রাজি হয় না। তাদের তরফে আগের একাধিক ক্ষেত্রে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কেন্দ্রীয় হাসপাতালে সেরকম পরিকাঠামো নেই, চিকিৎসকেরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে।হাই কোর্ট যদি পরিবারের দাবি মেনে নিয়ে নির্দেশও দেয়, তাহলে কম্যান্ড হাসপাতাল না অন্য কোথাও ময়নাতদন্তে রাজি হবে, প্রশ্ন রয়েছে তা নিয়ে।

হরিয়ানায় বিজেপি নয়, কংগ্রেস সরকার গঠন করবে : রাকেশ টিকাইত

লখনউ, ৬ অক্টোবর (হি.স.): হরিয়ানায় কংগ্রেস সরকার গঠন করবে, বিজেপি নয়। দাবি করলেন কৃষক নেতা রাকেশ টিকাইত। বুথ ফেরত সমীক্ষা সফল সঠিক হবে বলে তিনি দাবি করেছেন। শনিবার হরিয়ানা এবং জম্মু ও কাশ্মীরে এক্সিট পোলের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ইঙ্গিত মিলেছে শোচনীয় হার হতে চলেছে বিজেপির।এ প্রসঙ্গে রাকেশ টিকাইত বলেছেন, 'যে সরকার লাঠিচার্জ করবে, সেই সরকার যাবেই। কৃষকরা পুলিশের ওপর লাঠিচার্জ করতে পারে না, তাঁরা নির্বাচনের সময় প্রতিশোধ নেবে এবং কৃষকরা তাই করেছে। (বিজেপি) সরকার পরাজিত হবে, কংগ্রেস সরকার গঠন করবে।'

কুলতলিতে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ অব্যাহত, মমতার ইস্তফা চাইলেন সুকান্ত মজুমদার

জয়নগর, ৬ অক্টোবর (হি.স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরের কৃপাখালী এলাকায় চতুর্থ শ্রেণীর নাবালিকা ছাত্রীকে নৃশংসভাবে হত্যার প্রতিবাদে, দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে কুলতলী থানা চলো কর্মসূচি নিল বিজেপি। এদিকে, জয়নগরের মহিষমারি হাটে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ অব্যাহত। রবিবার জয়নগরের মহিষমারি হাটে মিছিল করেন গ্রামবাসীরা। নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে রবিবার বিজেপির পক্ষ মিছিল করা হয়। সেই মিছিলে পা মেলান বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার, বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল, বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো প্রমুখ। সুকান্ত মজুমদার এদিন মুখ্যমন্ত্রীর ইস্তফার দাবি করে বলেছেন, 'একের পর এক ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে, পশ্চিমবঙ্গ এখন ধর্ষণের রাজধানী হয়ে উঠেছে। পুলিশ কিছুই করতে পারে না, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়ারে বসে আছেন, তাঁর পদত্যাগ করা উচিত...আমরা (মেয়েটির) পরিবারের পাশে আছি।'

জয়নগর কুলতলির ঘটনার প্রতিবাদে মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়ির সামনে বিজেপির বিক্ষোভ

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি.স.): আর জি কর কান্ডর রেশ কাটতে না কাটতেই আবারও ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা ঘটেছে জয়নগরের কুলতলিতে। তার প্রতিবাদে এবার কলকাতায় সোচ্চার হলো বিজেপি যুব মোর্চা। রবিবার জয়নগর কুলতলির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়ির সামনে তীব্র বিক্ষোভে ফেটে পড়ে বিজেপির যুব মোর্চা ও মহিলা মোর্চার কর্মীরা।

পুলিশ প্রথমে বিক্ষোভকারীদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলেও, সেই বাধা ভেঙে বিজেপি কর্মীরা সরাসরি মন্ত্রীর বাড়ির গেটের সামনে পৌঁছে যায়।

এরপর পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে বিক্ষোভকারীদের গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং প্রশাসন দ্রুত বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

এদিন আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন বিজেপি উত্তর কলকাতার সভাপতি তমোঘ্ন ঘোষ। তিনি বলেন, পুলিশ যে কোনও আন্দোলনকেই থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি, আগামী দিনে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলন কর্মসূচিতে যাব।

বাঁকুড়ায় বজ্রাঘাতে মৃত্যু মা ও শিশুপুত্রর

বাঁকুড়া, ৬ অক্টোবর (হি.স.): পুকুরে স্নান করতে গিয়ে বজ্রাঘাতে প্রাণ গেল মা ও শিশুপুত্রর। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার সিমলাপাল ব্লকের আঁধারিয়া গ্রামে। নিহতদের নাম মনীষা মুর্মু ও অর্জুন মুর্মু।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে যে প্রতি দিনের মতই এদিনও গৃহস্থের কাজ সামলে চার বছরের শিশু সন্তান অর্জুন মুর্মুকে সঙ্গে নিয়ে গ্রাম লাগোয়া একটি পুকুরে স্নান করতে যান আঁধারিয়ার এই গৃহবধূ মনীষা। স্নান করার সময় শুরু হয় ব্যাপক বৃষ্টি ও বজ্রপাত। সেখানেই মারা যান মনিষা ও ছেলে অর্জুন। স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় সিমলাপাল থানার পুলিশ। মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে সিমলাপাল ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রেনিয়ে যাওয়া হয়।

চলতি সপ্তাহে হিমাচলে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা

শিমলা, ৬ অক্টোবর (হি.স.): রবিবার শিমলা সহ হিমাচল প্রদেশের অন্যান্য জায়গায় রোদের দেখা মিললেও শনিবার রাতে রাজ্যের কিছু জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে। বৃষ্টির ফলে তাপমাত্রার পারদ নেমেছে। ঠান্ডা পড়েছে বেশ কিছুটা। চলতি সপ্তাহে ফের দিন দুয়েক বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

জানা গেছে, রবিবারও সমতল ও মধ্য-পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এমনটাই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। তবে আগামী দুই দিন আবহাওয়া পরিষ্কার থাকবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চলতি সপ্তাহে বুধ ও বৃহস্পতিবার মেঘলা আকাশ, সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গেছে।

সুলতান অফ জোহর কাপ ২০২৪-এ ভারতের কোচ হলেন পি আর শ্রীজেশ

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর (হি.স.): হকি ইন্ডিয়া মালয়েশিয়ায় ১৯ অক্টোবর থেকে শুরু হতে যাওয়া সুলতান জোহর কাপের ২০২৪ সংস্করণের জন্য ভারতের স্কোয়াড ঘোষণা করা হয়েছে।

পি আর শ্রীজেশ হয়েছেন দলটির প্রশিক্ষক। দলটি রাউন্ড রবিন পর্যায়ে গ্রেট ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং মালয়েশিয়ার মুখোমুখি হবে। ১৯ অক্টোবর জাপানের বিরুদ্ধে খেলার আগে শ্রীজেশ তার কার্য্যভার গ্রহণ করবেন।

জোহর কাপ সুলতান হল একটি অনূর্ধ-২১ হকি টুর্নামেন্ট যা প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়। শীর্ষ দল গুলো ফাইনাল খেলবে।

ভারতের স্কোয়াড -গোলরক্ষক: বিক্রমজিৎ সিং, আলি খানডিফেন্ডার: আমির আলী (অধিনায়ক), তালেম প্রিয়বার্তা, শারদানন্দ তিওয়ারি, সুখবিন্দর, আনমোল এক্কা, রোহিত মিডফিল্ডার: অঙ্কিত পাল, মনমীত সিং, রোসান কুজুর, মুকেশ টপ্পো, চন্দন যাদবফরোয়ার্ড: গুরজোত সিং, আরশদীপ সিং, সৌরভ আনন্দ কুশওয়াহা, দিলরাজ সিং, মো. কোনাইন বাবা।

এনসি ও কংগ্রেস জম্মু ও কাশ্মীরে সরকার গঠন করবে, আত্মবিশ্বাসী ফারুখ আব্দুল্লাহ

শ্রীনগর, ৬ অক্টোবর (হি.স.): এনসি ও কংগ্রেস জম্মু ও কাশ্মীরে সরকার গঠন করবে, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এমনটাই বললেন ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর প্রধান ফারুখ আব্দুল্লাহ। আগামী ৮ অক্টোবর জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণা। তার আগে রবিবার ফারুখ আব্দুল্লাহ বলেছেন, আমি নিশ্চিত এনসি এবং কংগ্রেস স্বাচ্ছন্দ্যেই সরকার গঠন করবে।

আমরা সবাই একই পথে আছি, আমাদের ঘৃণার অবসান ঘটাতে হবে এবং জম্মু ও কাশ্মীরকে সংহত রাখতে হবে।' এসসিও সম্মেলনের জন্য বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের পাকিস্তান সফরের আগে মিরওয়াইজ উমর ফারুকের দেওয়া বিবৃতি প্রসঙ্গে ন্যাশনাল কনফারেন্সের প্রধান ফারুক আব্দুল্লাহ বলেছেন, 'আপনাদের মিরওয়াইজ উমর ফারুকের সঙ্গে কথা বলা উচিত। আমি এটা বলিনি।

সরকার কখনও আমার কথা শোনেনি।

জয়নগর-কাণ্ডে ময়নাতদন্তের নির্দেশ কল্যাণীর এইমসে

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি.স.): জয়নগর-কাণ্ডে মৃতা বালিকার ময়নাতদন্ত হবে কল্যাণীর এইমসে। রবিবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এই নির্দেশ দেন। সোমবার বেলা ১১টা ৪৫-এর মধ্যে হবে ময়নাতদন্ত।

জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে কোনও কেন্দ্রীয় হাসপাতালে মেয়ের দেহের ময়নাতদন্তের দাবি জানিয়েছিলেন মৃতার বাবা। সেই দাবি মেনে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল পুলিশ। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের নির্দেশ মেনে রবিবারই জরুরি ভিত্তিতে মামলার শুনানি হয় হাই কোর্টে।

অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে হবে এই ময়নাতদন্ত. কম্যান্ড হাসপাতালের প্রতিনিধি জানান, তাঁদের কোনও ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ নেই। তাই তাঁদের অ্যানাটমি বিভাগের পক্ষে ময়নাতদন্ত করা সম্ভব নয়। পাল্টা মৃতার পরিবার জানায়, অতীতেও কমান্ড হাসপাতালে বাইরের লোকের ময়নাতদন্ত হয়েছে। কল্যাণীর এইমসের তরফে জানানো হয়, তাঁদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকলেও উপযুক্ত পরিকাঠামো নেই। তখন বিচারপতি বলেন, বিশেষ প্রয়োজনে এইমসের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতালের পরিকাঠামো ব্যবহার করে ময়নাতদন্ত করবেন। তবে সেসময় জেএনএম হাসপাতালের এক জন কর্মীও উপস্থিত থাকতে পারবেন না।

বিচারপতি নির্দেশ দেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বারুইপুরের এসিজেএম-কে ময়নাতদন্তের স্থানে পৌঁছিয়ে দেবেন। ময়নাতদন্তের ভিডিওগ্রাফি করতে হবে। মৃতা বালিকার মা-বাবা ঘটনাস্থলে থাকতে পারবেন না। তবে, ময়নাতদন্তের দৃশ্য ভার্চুয়ালি বা মুঠোফোনে রেকর্ড করা অবস্থায় তাঁদের দেখানো যাবে। কল্যাণীর এসডিপিও পুরো বিষয়টির তদারকি করবেন।

প্রসঙ্গত, শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতার মোমিনপুরের কাটাপুকুর মর্গে নাবালিকার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছিল পুলিশ। সেখানে বিক্ষোভ দেখান সিপিএমের নেতা-কর্মীরা। অগ্নিমিত্রা পালের নেতৃত্বে বিজেপিও মর্গের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। দেহ মর্গে নিয়ে যাওয়ার সময় তথ্যপ্রমাণ লোপাটের চেষ্টার অভিযোগে স্লোগান দেন দীপ্সিতা ধরেরা। পুলিশের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি হয় তাঁদের। ওই গোলমালের জেরে শেষমেশ মৃতার দেহের ময়নাতদন্ত হয়নি শনিবার।

বুথ ফেরত সমীক্ষায় খুশি লালু

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর (হি.স.): কৃষক আন্দোলন, অগ্নিবীর এবং বেকারত্বজনরোষেই হরিয়ানায় কি বিজেপির শোচনীয় ফলাফল হতে চলেছে? এক্সিট পোলের ইঙ্গিত অন্তত সেরকমই। একই হাল জম্মু ও কাশ্মীরে। বুথ ফেরত এই সমীক্ষায় রীতিমতো খুশি বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি প্রধান লালু প্রসাদ যাদব।রবিবার পাটনা থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হন লালু, সেই সময় সাংবাদিকরা তাঁকে বুথ ফেরত সমীক্ষা নিয়ে প্রশ্ন করলে, তিনি বলেন, 'এই পরাজয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর।'

জয়নগরকাণ্ডে পুলিশকে পকসো আইনের ধারা যুক্ত করার নির্দেশ বিচারপতির

কলকাতা, ৬ অক্টোবর (হি.স.): রবিবার হাইকোর্টের জরুরি শুনানিতে আদালতের প্রশ্নের মুখে পড়ে পুলিশ-প্রশাসনও। জয়নগরকাণ্ডে কেন পকসো আইনে মামলা হয়নি, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আদালত ওই আইনের ধারা যুক্ত করার নির্দেশ দেয়।

বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ প্রশ্ন করেন, মেয়েটির বয়স ১০ বছরের কম হওয়া সত্ত্বেও কেন পকসো আইনে মামলা রুজু করেনি পুলিশ? সুরতহালের পরেও কেন পুলিশ পকসো ধারায় মামলা রুজু করল না? এর পরেই জয়নগরকাণ্ডে পুলিশকে পকসো আইনের ধারা যুক্ত করার নির্দেশ দেন বিচারপতি।

প্রসঙ্গত, ন'বছরের শিশুকে ধর্ষণ-খুনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে শনিবার দিনভর অগ্নিগর্ভ ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর। শুক্রবার রাতে বাড়ি থেকে এক কিলোমিটার দূরে একটি জলাভূমি থেকে উদ্ধার হয় নাবালিকার দেহ। তার পর শনিবার সকাল থেকেই এলাকায় বিক্ষোভ শুরু হয়। পরিবার ও গ্রামবাসীদের অভিযোগ, নাবালিকা নিখোঁজ হওয়ার পর পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু প্রথমে পুলিশের ভূমিকা সদর্থক ছিল না। পুলিশ যদি প্রথমেই তৎপর হত, তা হলে নাবালিকার এই পরিণতি হত না। পুলিশ অবশ্য সেই অভিযোগ মানেনি। এক যুবককে গ্রেফতারও করেছে তারা।

ডাবল ইঞ্জিনের সরকার মানেই বেকারত্ব ও দুর্নীতি : অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর (হি.স.): বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেজরিওয়াল বলেছেন, 'ডাবল ইঞ্জিনের সরকার মানেই বেকারত্ব ও দুর্নীতি।' রবিবার "জনতা কি আদালত" কর্মসূচিতে এএপি-র জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছেন, 'গতকাল সন্ধ্যায় টিভি দেখছিলাম, এক্সিট পোল এসেছে। হরিয়ানা ও জম্মু ও কাশ্মীর থেকে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকার যাচ্ছে। দেশে ডাবল ইঞ্জিন বিকল হয়ে গিয়েছে। জুন মাসে প্রথম ইঞ্জিনটি বিকল হয়েছিল, যখন তারা ২৪০টি আসন পেয়েছিল। দ্বিতীয় ইঞ্জিনটিও ধীরে ধীরে ঝাড়খণ্ড ও মহারাষ্ট্র থেকে বিকল হবে। মানুষ বুঝতে পেরেছে ডাবল ইঞ্জিন সরকার মানে মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব ও দুর্নীতি।'

রবিবার আগরতলায় আয়োজিত বস্ত্রদান উৎসবের সূচনা করেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। নিজস্ব ছবি।

রবিবার এমবিবি ক্লাবের কর্মকর্তারা এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। নিজস্ব ছবি।

কমলপুরে দুর্গাপূজা নিয়ে ক্লাবগুলোর মধ্যে ব্যস্ততা চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ৬ অক্টোবর : কমলপুরে দুর্গাপূজা নিয়ে ক্লাবগুলোর মধ্যে ব্যস্ততা এখন চরমে। শিল্পীদের পাশাপাশি মন্ডপ দলের কাজে যুক্ত শিল্পীরা দিনরাত ২৪ ঘণ্টার কাজ করে চলেছেন। রাত পোহালেই দুর্গোৎসব। দুর্গা পূজা মানেই আলাদা অনুভুতি, আনন্দ। পূজার দিনগুলি দর্শনার্থীদের আনন্দ দিতে এদিকে যেমন মৃৎশিল্পীরা মৃন্ময়ী মায়ের চিন্ময়ী রূপ দিতে ব্যস্ত। তেমনি কমলপুর শহরের ক্লাবগুলির পূজা প্যান্ডেলের শিল্পীরা সম্পূর্ণ বাস্তবে রূপ দিতে দিবারাত্রি ব্যস্ত। রাজ্যের পুরাতন মহকুমার মধ্যে একটি কমলপুর। এই পুরানো শহরে মূলতঃ ৯টি ক্লাবের দুর্গা পূজাকে কেন্দ্র করে তিন দিন মহকুমার প্রত্যন্ত অঞ্চলের দর্শনার্থীদের ভিড় জমে। কমলপুর শহরে পুরাতন ক্লাব গুলির মধ্যে একটি লক্ষীনারায়ণ ক্লাব। শহরের ফুলছড়ি এলাকায় অবস্থিত। গত ৬১বছর ধরে দুর্গাপূজা করে আসছে। এবারো কোন ব্যতিক্রম নয়।

কিন্তু, এবার লক্ষ্মীনারায়ণ ক্লাবের সদস্যরা অন্য মাত্রায় পুজো করতে যাচ্ছে। সম্প্রতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সবকিছু সামঞ্জস্য রেখে পূজার বাজেট ৯ লক্ষ টাকা। স্থানীয় শিল্পীর দ্বারা প্যান্ডেল নির্মাণ করা হচ্ছে বেলুর মঠ আদলে। নারীদের সুরক্ষার বিষয়ের উপর প্রতিমা তৈরী করছেন মৃৎশিল্পী রাজীব ভট্টাচার্য্য। প্রতি বছর পূজার দিন গুলি প্রচুর দর্শনার্থীদের ভিড় হয়। শৃঙ্খলার মধ্যে অতিবাহিত হয় পূজার দিন গুলি। এবারো তাই হবে আশা ব্যক্ত করেন পূজা কমিটির ক্লাব সম্পাদক সুভাষ সেন।

মহারাজগঞ্জ বাজার সবজি ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে পূজোর আয়োজন তুঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর: মহারাজগঞ্জ বাজার সবজি ব্যবসায়ী সমিতি এ বছরও বেশ জাকজমকপূর্ণভাবে দুর্গাপূজার আয়োজন করেছে। প্রতিদিন দর্শনার্থীদের জন্য থাকছে প্রসাদের ব্যবস্থা। রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মহারাজগঞ্জ বাজার সবজি ব্যবসায়ী সমিতি সারা বছরই বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডে নিজেদের জড়িয়ে রাখে। তাদের রয়েছে নিজস্ব রক্তদানের গ্রুপ। মুমূর্ষ রোগীদের ফোন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যায় রক্তদানে তারা। পাশাপাশি দুর্গাপূজায় বিভিন্ন বড় বড় ক্লাবগুলোকে টেক্কা দিয়ে থাকে তারা। প্রতিবছরই তাদের পূজো মন্ডপে দর্শক সমাগম হয় ভালো। এবছরও বড় মাপের প্যান্ডেল তৈরি করেছে তারা। পাশাপাশি প্রতিমা হয়েছে দেখার মত সুন্দর।

এবার পুজোর চারদিনই তারা দর্শনার্থীদের জন্য রাখবে প্রসাদের ব্যবস্থা। ষষ্ঠীর দিন রয়েছে রাজ্যের মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত বাংলা ব্যান্ড মেঘবালিকার পরিবেশনা। শেষ সময়ের প্রস্তুতি চলছে তাদের। জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

আসামী গ্রেপ্তার

● প্রথম পাতার পর

বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে পুলিশ জানিয়েছে থানা থেকে সে দৌড়ে বাজারের দিকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তখনই পুলিশ তার পেছনে ধাওয়া করে। বাজারের লোকজনরা তাকে আটক করেন। তাকে আটক করে পুনরায় থানায় নিয়ে আসা হয়। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। আগামীকাল তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কৈলাসহরের লায়ন্স ক্লাব ও লিও ক্লাব এর উদ্যোগে মেগা হাটের আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৬ অক্টোবর:রবিবার কৈলাসহরের লায়ন্স ক্লাব ও লিও ক্লাব এর উদ্যোগে শহর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে হালাইছড়া চা বাগানে শারদীয় দুর্গা পূজাকে সামনে রেখে এক মেগা হাট এর আয়োজন করে।রবিবার কৈলাসহরের লাইনস ক্লাব ও লিও ক্লাব এর উদ্যোগে শহর থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে হালাইছড়া চা বাগানে শারদীয় দুর্গা পূজাকে সামনে রেখে এক মেগা হাট বাজার এর আয়োজন করা হয়েছে। এখানে অনেক স্টল খোলা হয়। এই স্টল গুলিতে বিভিন্ন রকমের জামা, কাপড়, শাড়ি, জুতো, বাচ্চাদের খেলনা সামগ্রী ,প্লাস্টিকের বালতি ,বসার টুল ,টিফিন বক্স সহ আরো অনেক কিছু রাখা ছিল। এই মহতী অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শ্রী টিংকু রায় ,উনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি শ্রী অমলেন্দু দাস, জেলাশাসক শ্রী দিলীপ কুমার চাকমা, লায়ন্স সভাপতি শ্রী সুপ্রিয় দেবরায়, লায়ন্স সম্পাদক প্রান্তুষ রায় সহ আরো অনেকেই। মন্ত্রীর হাত ধরে স্টলের ফিতা কাটার পর স্থানীয় বিদ্যালয়ে প্রাঙ্গণে দুটি চারাগাছ রোপন করা হয়। উক্ত হাট বাজার থেকে বাগানের লোকজনেরা যে যার পছন্দের জিনিস বিনা পয়সায় নিয়ে গেছেন।

মৃত্যু ১০ জনের

● প্রথম পাতার পর

সিলজি আর মারাক (৬০), মেয়ে মেরিনা আর মারাক (৩৯), জামাতা শামা এন সাংমা (৫০), তিন নাতিনি ডিমসে আর মারাক (১.৫, দেড় বছর), সিলবেরা আর মারাক (৮) ও সেংবে আর মারাক (২২) এবং নাতি দেশরাং আর মারাক (১৪) বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

সূত্র জানিয়েছে, এছাড়া বাকি তিনজনের মৃত্যু ডালু এলাকায় সংঘটিত হয়েছে। ডালু এলাকায় প্রবল বন্যারও সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাস্থল অতি দুর্গম অঞ্চলে অবস্থিত। যার দরুন দুর্ঘটনার দ্বিতীয় দিন খবর পেয়েছে প্রশাসন। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ শুরু হয়।জেলার পুলিশ সুপার শৈলেন্দ্র বামনিয়া জানিয়েছেন, ত্রাণ ও উদ্ধারকার্য এখনও চলছে। জেলা থেকে আরও দুঃসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বাড়বে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা। পশ্চিম গারোপাহাড়ের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দক্ষিণ গারোপাহাড় জেলা। কেননা, বর্ডার রোড এবং মূল জাতীয় সড়ক দুটি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরিকাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙে গেছে। তিনি জানান, পশ্চিম গারোপাহাড়, দক্ষিণ গারোপাহাড়ের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ডালু-বাঘমারা সড়কে একাধিক স্থানে ভূমিধসের ফলে পরিকাঠামো একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।গুয়াহাটিতে অবস্থিত ১ নম্বর ব্যাটালিয়ন জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-র জনৈক সিনিয়র আধিকারিক জানান, ৪ অক্টোবর জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এনডিআরএফ-এর একটি টিম অকুস্থলের উদ্যেশ্যে রওয়ানা হয়। ভারী বৃষ্টিপাতের দরুন পায়ে হেঁটে ওইদিন (শুক্রবার) রাতে ঘটনাস্থল হাতিয়াসিয়া সোংমা গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে পৌঁছেন এনডিআরএফ-এর জওয়ানরা। তার পর গতকাল শনিবার থেকে পাহাড় থেকে ধসে পড়ে কাদা-মাটি সরানোর কাজ শুরু হয়। ঘটনার দ্বিতীয় দিন সকালে হাতিয়াসিয়া সোংমা গ্রামের ধ্বংসাবশেষ থেকে এক এক করে সাতটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়। গতকাল মোট ৮ এবং আজ আরও ২-টি সহ মোট ১০টি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে এখন পর্যন্ত।রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ)-র সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ত্রাণ ও উদ্ধারকার্য চালিয়েছে জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনী। এ খবর লেখা পর্যন্ত উদ্ধারকারী দল মৃতদেহ ও আহতদের উদ্ধারে অভিযান জারি রেখেছে।চোকপটের বিধায়ক সেংসিম সাংমা বিডিও, এসডিপিও এবং জিএসইউ-এর সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে অকুস্থল থেকে কয়েকটি পরিবারকে উদ্ধার করে ত্রাণ শিবিরে নিয়ে গিয়েছেন। শিবিরে তাদের খাদ্য সামগ্রী বিলি করেছেন বিধায়ক। তবে বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখনও ধসের নীচে। তাই বেশ কয়েকটি দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছতে পারেননি বিধায়ক ও তাঁর সঙ্গীরা।পশ্চিম গারোপাহাড়ের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল ডালু সি অ্যান্ড আরডি ব্লকে আজ গিয়ে পরিস্থিতির খোঁজ নিয়েছেন রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী এটি মণ্ডল। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলাশাসক এবং দুর্যগৈ মোকাবিলা দলের আধিকারিক ও জওয়ান।জেলা প্রশাসনের কাছে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ৫৪টি গ্রামের ৩৩০টি পরিবারের ৪,৯৫৪-এর বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন।

বিদ্যুৎমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সমস্ত ধরনের ছুটি বাতিল করে ২৪ ঘন্টার ডিউটি শুরু করা হয়েছে।

এছাড়াও উৎসবের দিনগুলোতে ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম এবং ৭৯ টিলাস্থিত টিপিটিএল - এ কন্টোল রুম খোলা হয়েছে। যা দিন রাত ২৪ ঘন্টা কাজ করবে। আগরতলা শহরে পূজোর সময়ে যে কোনো ধরনের বৈদ্যুতিক অসুবিধায় যাতে সারাইকারি দল দ্রুত পৌঁছে যেতে পারে সেজন্য আশ্রম চৌমুহনী এলাকা, প্যারাডাইস চৌমুহনী এলাকা এবং রামঠাকুর সংঘ এলাকায় তিনটি দলকে মজুদ রাখা হবে। যাতে করে কাছাকাছি কোন এলাকায় সমস্যা হলেই তারা ভিড় পেরিয়ে দ্রুত মেরামতি কার্য্যে যোগ দিতে পারেন। এছাড়াও তৈরি থাকবে সেফটি টিম।টিপিটিএল এর তরফেও উচ্চ পরিবাহী বৈদ্যুতিক লাইনের সংস্কারসহ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রান্সফরমার ইতিমধ্যেই চালু করে দেওয়া হয়েছে। যাতে করে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ পরিবাহী লাইনে সমস্ত ধরনের গোলযোগ এড়ানো যায়। বিদ্যুৎমন্ত্রী জানিয়েছেন, বিদ্যুৎ নিগম বিরতিহীন নিরন্তর বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানে প্রস্তুত রয়েছে। পুজোর সময়ে কোন ধরনের বৈদ্যুতিক রূপ লাইন থেকে বিরত থাকার জন্য মন্ত্রী আপামর জনসাধারণের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন।

খাদ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

সুশান্ত চৌধুরী বলেন সরকারি নিয়ম মেনেই সিজা হাসপাতালকে জমি দিতে চলছে রাজ্য সরকার। তিনি উল্লেখ করেন ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কেউ যদি বিনিয়োগ করতে চায়, তার জন্য জমি দিতে আপত্তি নেই রাজ্য সরকারের। এটা সরকারের কেবিনেটে পাস করা হয়েছে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সুপার স্পেশালিস্ট হাসপাতাল স্থাপনের জন্য পশ্চিম জেলার জেলাশাসক''কে জমি দেওয়ার জন্য চিঠি দিয়েছিল ইম্পলের সিজা হাসপাতাল। এর আগে কাছাড় ক্যান্সার হাসপাতাল স্থাপনের জন্য ১৫ একর জায়গা দেওয়া হয়েছিল ধর্মনগরে। পূর্বতন সরকার আইএলএস স্থাপনের জন্য জমি দিয়েছে। কেউ যদি সরকারের প্রায়োরিটি অনুযায়ী শিক্ষা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে রাজ্যের উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ করতে চায়, তাহলে রাজ্য সরকারের জমি দিতে কোন আপত্তি নেই। এটা সরকারি সিদ্ধান্তে রয়েছে। সিজা হাসপাতাল আগামী কয়েক বছরের মধ্যে রাজ্যে ৯০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। স্বাভাবিকভাবে স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়নের জন্য যারা এত টাকা বিনিয়োগ করবেন, তার জন্য নিয়ম নীতি মেনেই জমি দিতে যাচ্ছে রাজ্য সরকার।

পরিকল্পনা

● প্রথম পাতার পর

সিবিআই তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে কথা বলবেন। এদিন তিনি রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে সংবাদ মাধ্যমের ইতিবাচক পরামর্শ চেয়েছেন।

কর্মীদের দিকে

● প্রথম পাতার পর

লোকজনদের কাছে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন তার পরিবারের সদস্যরা। তাদের অভিযোগ, সঠিক সময়ে দমকল বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে হয়তোবা সসতীশ পোদ্দারকে বাঁচানো যেত। এই ঘটনায় শোকের ছায়া বিশালগড় ব্যবসায়িক মহলে।

২ ইঞ্চির দুর্গা প্রতিমা তৈরি করে সকলকে মুগ্ধ করলেন গঙ্গাসাগরের দেবতোষ দাস

সাগর, ৬ অক্টোবর (হি.স.): গঙ্গাসাগরের দেবতোষ দাস এবার পেন্সিলের মোচ দিয়ে মাত্র ২ ইঞ্চির দুর্গা প্রতিমা তৈরি করে এলাকাবাসী এবং দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করেছেন। উমার আগমন উপলক্ষে যখন সবাই অপেক্ষায়, তখন দেবতোষ তার চিরাচরিত প্রতিমা তৈরির নেশায় চার দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই ক্ষুদ্রতম প্রতিমাটি গড়েছেন। প্রতিমার নিখুঁত ও সূক্ষ্ম কাজ দেখে সকলেই অবাক হয়ে গেছেন।

দেবতোষ পেশায় একজন ক্যামেরাম্যান, কিন্তু প্রতিমা তৈরি করা তার শখ ও নেশা। প্রতিবছরই তিনি অভিনব কিছু ভাবনা নিয়ে দুর্গা প্রতিমা তৈরি করেন, কখনও প্লাস্টিকের বোতল বা নারকেলের ছোবড়া দিয়ে। এবার তার সৃষ্টিশীলতার নিদর্শন হলো এই পেন্সিলের মোচ দিয়ে তৈরি ক্ষুদ্রতম প্রতিমা। ইতিমধ্যে তার বাড়িতে এই প্রতিমা দেখতে এলাকাবাসীর ভিড় জমেছে।দেবতোষ বলেন, 'ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন সামগ্রী দিয়ে প্রতিমা তৈরি করা আমার নেশা। এবারের এই ক্ষুদ্রতম প্রতিমা তৈরি করতে চার দিন সময় লেগেছে। প্রতিমা তৈরি করা আমার জন্য একটি মানসিক শান্তির উপায় এবং এলাকার মানুষজনের ভালোবাসা পেয়ে আমি আনন্দিত।'দেবতোষের এই প্রতিভা ও শিল্পকর্মের জন্য এলাকার মানুষেরা তাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছে।

স্নান করতে নেমে বিপত্তি বিহারের রোহতাসে জলে ডুবে ৬টি শিশুর মৃত্যু

রোহতাস, ৬ অক্টোবর (হি.স.): হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটলো বিহারের রোহতাস জেলায়। স্নান করতে নেমে জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে ৬টি শিশুর। এসডিও দেহরি বন্দনা মিশ্র বলেছেন, একই পরিবারের সাতটি শিশু সাঁতার কাটতে গিয়ে টুম্বা ঘাটে সোন নদীতে ডুবে যায়। শুধুমাত্র একজন অভিভাবক একটি শিশুকে বাঁচাতে পেরেছেন। এখনও পর্যন্ত ৬টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, এবং এনডিআরএফের দল ও এসডিআরএফ আরও উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। ৬টি মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে, এবং জেলা প্রশাসন জনগণের সহযোগিতা এবং চলমান প্রশাসনিক সহায়তায় ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছে।'রবিবার সকালে কৃষ্ণ গন্ডের চার সন্তান ও তার বোনের একটি মেয়ে-সহ ৭টি শিশু স্নান করতে সোন নদীতে গিয়েছিল। স্নান করতে করতে শিশুরা গভীর জলে ডুবে যেতে থাকে। স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পাঁচ শিশুর মরদেহ উদ্ধার করলেও দুই শিশু নিখোঁজ ছিল। পরে আরও দু''টি দেহ উদ্ধার হয়।

দিল্লিকে রাজ্যের মর্যাদা দেব উপ-রাজ্যপাল থেকে মুক্ত করব : অরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ৬ অক্টোবর (হি.স.): বিজেপির বিরুদ্ধে ফের তির্যক আক্রমণ শানালেন আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক তথা দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রবিবার কেজরিওয়াল দাবি করেছেন, তিনি দিল্লিকে রাজ্যের মর্যাদা দেবেন এবং উপ-রাজ্যপাল থেকে মুক্ত করবেন। রবিবার দিল্লির ছত্রসাল স্টেডিয়ামে ''জনতা কি আদালত'' অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়ার সময় দিল্লিকে একটি ''পূর্ণ রাজ্য'' করার এবং স্থানীয় শাসনে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের প্রভাব হ্রাস করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন। কেজরিওয়াল বলেন, এখন আমি শপথ নিয়ে যাচ্ছি, এই জীবনে, আমি দিল্লিকে পূর্ণ রাজ্য করব; আমি দিল্লিকে উপ-রাজ্যপাল থেকে মুক্ত করব।

বেলুড় মঠ লঞ্চঘাটের ফেরি সার্ভিস বন্ধ, বিপাকে নিত্যযাত্রী ও সাধারণ মানুষ

হাওড়া, ৬ অক্টোবর (হি.স.): রবিবার চরম বিপাকে যাত্রীরা। কোনও প্রাথমিক নোটিশ ছাড়াই বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে কর্মবিরতিতে গিয়েছেন বেলুড় মঠ লঞ্চঘাটের ফেরি সার্ভিসের কর্মচারীরা, যার ফলে বিপাকে পড়েছেন নিত্যযাত্রী---সহ সাধারণ মানুষ। এই কর্মবিরতি হাওড়ার ২২৩টি জেটিতে ফেরি সার্ভিস বন্ধ করে দিয়েছে এবং কয়েক হাজার শ্রমিক কর্মবিরতিতে যোগ দিয়েছেন।

গত ছয় বছর ধরে কোনও বেতন বৃদ্ধি না হওয়া এবং পুজোর সময় বোনাসের দাবি পূরণ না হওয়ায় ফেরি সার্ভিসের ভেসেল কর্মীরা এই আন্দোলনে নেমেছেন। হাওড়ায় প্রায় ৬৫০ জন কর্মচারী রয়েছে, যারা এই বেতন বৃদ্ধির দাবি ও অন্যান্য সুবিধার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। এই আকস্মিক কর্মবিরতির ফলে নিত্যদিনের যাতায়াত ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে।সাধারণ মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন খুব উপড়ে দিয়েছেন ফেরি সার্ভিস কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে। এদিকে কবে এই ফেরি সার্ভিস আবার চালু হবে তা নিয়ে কোন সুনির্দিষ্ট রূপরেখা দেওয়া হয়নি। সাধারণত প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ এই ঘাট গুলি দিয়ে যাতায়াত করেন শহরের বিভিন্ন প্রান্তে। আর এই ফেরি সার্ভিস বন্ধ হয়ে যাওয়াতেই চূড়ান্ত বিপাকে পড়েছেন এলাকাবাসী ও অন্যান্য যাত্রীরা।

ডিমা হাসাও জেলায় ১,২২৬ জন ছাত্রীকে 'নিযুত মইনা'র চেক বিতরণ

হাফলং (অসম), ৬ অক্টোবর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্রীদের জন্য নিযুত মইনা প্রকল্পের চেক আনুষ্ঠানিকভাবে বিতরণ করা হয়েছে। হাফলং টাউন কমিটির মাঠে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিদ্যুৎ, ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতরের মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবলাল গার্লোসা, পার্বত্য পরিষদের অধ্যক্ষ মোহিত হোজাই, পার্বত্য পরিষদের কার্য্যনির্বাহী সদস্য ধনপাইনন থাওসেন, ডিমা হাসাওয়ের জেলা কমিশনার সীমান্তকুমার দাস, পুলিশ সুপার ময়ঙ্ক কুমার প্রমুখ।নিযুত মইনা প্রকল্পের অধীনে ডিমা হাসাও জেলায় ১, ২২৬ জন ছাত্রীকে চেক বিতরণ করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা, উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য দেবলাল গার্লোসা এবং পরিষদের অধ্যক্ষ মোহিত হোজাই। আজ রবিবার গুয়াহাটির খানাপাড়া ময়দানে নিযুত মইনা প্রকল্পের শুভারম্ভ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্তবিশ্ব শর্মা। নিযুত মইনা প্রকল্পে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া ছাত্রীরা মাসে এক হাজার টাকা করে দশ মাসে ১০ হাজার টাকা পাবে। স্নাতক স্তরের ছাত্রীরা মাসে ১,২৫০ টাকা করে দশ মাসে ১২,৫০০ টাকা এবং স্নাতকোত্তর স্তরের ছাত্রীরা মাসে ২,৫০০ টাকা করে দশ মাসে ২৫,০০০ হাজার টাকা পাবেন। আগামী তিন বছরে রাজ্যের দশ লক্ষ ছাত্রী এই নিযুত মইনা প্রকল্পে পড়াশোনার জন্য এই বৃত্তি লাভ করবেন। তবে আপাতত প্রথম ধাপে ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৯৩ জন ছাত্রী পড়াশোনার জন্য এই বৃত্তি লাভ করবেন। এর জন্য মোট ব্যয় হবে ২৪০ কোটি টাকা।

শেষ মুহুর্তে রং-তুলির আঁচড় দেবী দুর্গাকে সাজিয়ে তুলছে বাংলাদেশের প্রতিমা শিল্পীরা

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।।

আর মাত্র ২দিন পরই বাংলাদেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজো। আগামী ৯ অক্টোবর শুরু হচ্ছে ধর্মীয় উৎসব দুর্গা পূজো। এরইমধ্যে প্রতিমা তৈরি কাজ শেষ করেছেন মৃৎশিল্পীরা। এখন শেষ মূর্হুতে চলছে রং-তুলির কাজ। রং-তুলির আঁচড় দেবী দুর্গাকে সাজিয়ে তুলছে প্রতিমা শিল্পীরা। রমনা কালীমন্দির, ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির, রাজারবাগ কালীমন্দির, রামকৃষ্ণ মিশন ও সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরসহ সারা বাংলাদেশে এখন বইছে উৎসবের আমেজ। সায়ংকালে ধূপের ধোঁয়া, ঢাক-ঢোল, উলুধ্বনি আর কাঁসর-মন্দিরার সঙ্গে ভক্তিমন্ত্রে মেতে উঠবে পূজা মণ্ডপগুলোতে।

তবে এবার বাংলাদেশে দুর্গাপুজো নির্বিঘ্নে উদ্যাপন করতে কঠোর নিরাপত্তায় কাজ করছে বিজিবি, সেনাবাহিনী ও কোস্ট গার্ড। শারদীয় দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে উপকূলীয় এলাকায় টহল ও নজরদারি করছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি সীমান্ত এলাকায় পুজো মণ্ডপে নিরাপত্তায় কাজ করছে বিজিবি। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ, র‍্যাব, আনসার ও ভিডিপি সদস্যরা টহল জোরদার এবং গোয়েন্দা নজরদারির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় মাঠে নিয়োজিত রয়েছে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরাও। যেকোন সময় তারা প্রয়োজনীয় সহায়তা দিবে সেনাবাহিনী। প্রত্যেকটি পূজামণ্ডপে আইপি ক্যামেরার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ইউএনও অফিস ও থানা থেকে মনিটরিং করা হবে। সার্বক্ষণিক মনিটরিং ও সেবা প্রদানের জন্য জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ এ বিশেষ টিম প্রস্তুত রয়েছে।

ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনের মুখে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটে। ছোটবোন শেখ রেহানাকে সঙ্গে নিয়ে এদিনই ভারতে পালিয়ে জীবন রক্ষা করেন। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর পরই বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর চড়াও হয় সাম্প্রদায়িক অপশক্তি। এহেন অবস্থায় বাংলাদেশে দুর্গাপুজো আয়োজন করা অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। নড়েচড়ে বসে অন্তবর্তী সরকার। ডঃ ইউনূসের অন্তবর্তী সরকারের পক্ষ থেকে শান্তিতে পুজো করার আশ্বাস দেওয়া হয় তাৎক্ষণিকভাবে। দুর্গাপুজো যাতে আগেরমতো উৎসবমুখর পরিবেশে করা যায় সেই জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ড. ইউনূসের অন্তবর্তী সরকার।

বেতন ভাতা বৃদ্ধি করায় রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ ত্রিপুরা রেগা কর্মচারী সংগঠনের কুমারঘাট ব্লক সেল কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ৬ অক্টোবর: রেগা কর্মচারীদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি করায় রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানালো ত্রিপুরা রেগা কর্মচারী সংগঠনের কুমারঘাট ব্লক সেল কমিটি। চলতি বছরের পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যের রেগা কর্মচারীদের জন্য ৫ শতাংশ বেতনভাতা বৃদ্ধি করেছে রাজ্য সরকার। এতে খুশির হাওয়া রাজ্যের রেগা কর্মচারীদের মধ্যে।

এনিয়ে রেগা কর্মচারী সংগঠন ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট ব্লক সেল কমিটির তরফে রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাতে কুমারঘাটে এক সভায় মিলিত হয় রেগা কর্মচারীরা। কর্মচারীদের প্রতি রাজ্য সরকার এই মানবিক মুখ দেখানোয় সভা থেকে সরকারকে ধন্যবাদ জানায় রেগা কর্মচারী সংগঠনের কুমারঘাট ব্লক সেল কমিটি।

পাশাপাশি আগামীদিনে তাদের চাকুরির নিয়মিতকরনের দিকেও সরকারকে আন্তরিক হবার আবেদন কর্মচারীদের। এদিনের ধন্যবাদ জ্ঞাপন সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য রেগা কর্মচারী সংগঠনের সহ সভাপতি নিপেন্দ্র সরকার, সদস্য সুদিপ দে, ব্লক সেল কমিটির সম্পাদক অরূপ রুদ্রপাল, সদস্য রঞ্জিত হোম সহ অন্যান্যরা।

জারি ১৬৩ ধারা

● প্রথম পাতার পর

ভাঙচুর করা হয় একটি দোকান ও দুটি বাড়ি। দুইপক্ষের উত্তেজনার প্রশমনে আনতে মাঠে নামে পুলিশ। কিন্তু বিবাদের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় অতিরিক্ত পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী।

তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক করতে সমর্থ্য হন। তবে এরপরেও উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে জানান জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী। তবে জেলা পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে আইন হাতে না নেওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান রাখা হয়। এবং আইনের উপর আস্তা রেখে শান্তি বজায় রাখার জন্য দুই পক্ষকে পরামর্শ দেন জেলা পুলিশ সুপার। বর্তমানে গোটা এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

গ্রেপ্তার এক

● প্রথম পাতার পর

আটক করা হয় অভিজিৎ ভৌমিক নামের এক গাঁজা কারবারিকে। আটককৃত গাঁজা এবং গাঁজা কারবারি অভিজিৎ ভৌমিককে নিয়ে যাওয়া হয় ধর্মনগর পুলিশ স্টেশনে। পুলিশ সুপার ভানু পদ চক্রবর্তী জানান ধর্মনগর থানায় একটি এন ডি পি এস এর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত চালানো হচ্ছে।

স্বল্প বাজেটের মধ্য দিয়ে মায়ের আরাধনায় ব্রতী দক্ষিন জোলাইবাড়ী চিত্তরঞ্জন ক্লাবের সদস্যরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর:স্বল্প বাজেটের মধ্য দিয়ে মায়ের আরাধনায় ব্রতী হতে চলছে দক্ষিন জোলাইবাড়ী চিত্তরঞ্জন ক্লাবের সদস্যরা।

বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গোৎসব। এই দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে অন্যান্য বছরের ন্যায় এইবছরও মায়ের আরাধনায় ব্রতী হতে চলছে দক্ষিন জোলাইবাড়ী বৈদ্যপাড়ার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাবের সদস্যরা। এইবারের বন্যার জল থেকে লোকজনদের উদ্ধার কাজে এই ক্লাবের সদস্যরা বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। বন্যার প্রভাবে কোনোপ্রকার চাঁদার জুলুম ছারা স্বল্প বাজেটে নানান প্রকারের সামাজিক কর্মসূচীর মাধ্যমে দূর্গাপূজার আয়োজন করছে ক্লাবের সদস্যরা।

এইবছরে পূজার বাজেট রাখা হয়েছে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। পূজার প্রস্তুতি কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। নিয়ম রক্ষনার্থে ও লোকজনেরাযাতে করে ভয়াভহ বন্যার প্রভাব কাটিয়ে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠতে পারে তারই প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে ক্লাব কতৃপক্ষ। পঞ্চমীর দিন রাত্রিবেলায় পূজার প্যান্ডেল সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে বলে জানান ক্লাবের সদস্য।

এফিডেভিট

আমি শ্রীমতি সুতপা দাস দেবনাথ, স্বামী-শ্রী উত্তম দেবনাথ এবং শ্রীমতি সুতপা দাস, স্বামী-শ্রী উত্তম দেবনাথ, বাড়ি-ইন্দ্রনগর, ইন্দ্রনগর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাশে, পো-ইন্দ্রনগর, থানা-নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স, জেলা-পশ্চিম ত্রিপুরা, পিন-৭৯৯০০৬, ত্রিপুরা, ভারত। অদ্য নোটারিমূলে ১৮-০৯-২০২৪ ইংরেজি তারিখ হইতে আগরতলায় আমি এফিডেভিটমূলে আমি শ্রীমতি সুতপা দাস দেবনাথ নামে পরিচিত হলাম।

Sutapa Das Debnath
স্বাক্ষর

ক্রীড়াঙ্গন

অনূর্ধ-১৯ মহিলা টি-২০ ক্রিকেটে রাজস্থানের কাছেও পরাজিত ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফের হারের মুখ দেখলো ত্রিপুরার মেয়েরা। ব্যাটিং বিপর্যয়ের ঘেরাটোপ থেকে ত্রিপুরার মেয়েরা যেন কিছুতেই বেরিয়ে আসতে পারছে না। রাজস্থান দল ৬১ রানের বড় ব্যবধানে ত্রিপুরাকে পরাজিত করে পুরো চার পয়েন্ট অর্জন করে নিয়েছে। খেলা ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ড আয়োজিত মহিলাদের অনূর্ধ ১৯ টি-টোয়েন্টি জাতীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। চন্ডিগড়ে আয়োজিত ই গ্রুপের চতুর্থ রাউন্ডের খেলায় টস জিতে ত্রিপুরার মেয়েরা প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে রাজস্থানী মেয়েরা সীমিত ২০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১০৬ রান সংগ্রহ করে।

দলের পক্ষে ওপেনার পার্বতী, মাহি শেঠ ও ময়না সাইওল প্রত্যেকের ২০ করে রান এবং অঞ্জলি জাঠ-এর অপরাজিত ১০ রান উল্লেখ করার মতো। অতিরিক্ত ১৭ রান তাদের অনেকটা সাহায্য করেছে। ত্রিপুরা দলের বোলার তানিয়া দেব ১০ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছে। এছাড়া, গিয়া মন্ডল ও অন্তরাণী নোয়াতিয়া একটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ত্রিপুরার মেয়েরা ১৩ ওভার খেলে ৪৫ রান সংগ্রহ করেই ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দিয়া মন্ডল সর্বাধিক ১৫ রান পায়। এছাড়া, অতিরিক্ত খাতে প্রাপ্ত ১৩ রানের সৌজন্যে রাজ্য দলের স্কোর ৪৫ হয়েছে। রাজস্থান দলের বোলার পার্ল বামনাওয়াত পাঁচ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। এছাড়া তনিকা শর্মা, রুতবা চৌধুরী, সোনম সাইনি, ময়না সাইওল ও অনুষ্কা গুপ্তা পেয়েছে একটি করে উইকেট।

এদিকে, গ্রুপ লিগের অন্য খেলায় বাংলা টানা চতুর্থ জয় পেয়েছে ঝাড়খণ্ডকে ২২ রানের ব্যবধানে হারিয়ে। বাংলা ২০ ওভারে নয় উইকেট হারিয়ে ৯৮ রান সংগ্রহ করলে জবাবে ঝাড়খণ্ড ৯ উইকেট হারিয়ে ৭৬ রান সংগ্রহ করতেই ২০ ওভার ফুরিয়ে যায়। অপর খেলায় উত্তরপ্রদেশ ১০ উইকেটের ব্যবধানে অরুনাচল প্রদেশকে পরাজিত করেছে। অরুনাচল প্রদেশ ২০ ওভারে পাঁচ উইকেটে ৫৬ রান সংগ্রহ করলে জবাবে উত্তর প্রদেশ ৭.৪ ওভার খেলে বিনা উইকেটে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়।

ভিনু মানকড় ট্রফি ক্রিকেটে জম্মু-কাশ্মীরের পর তামিলনাড়ুর কাছেও হারলো ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আবারও পরাজয় ত্রিপুরার। লাগাতর দ্বিতীয় হার। এবার হারলো তামিলনাড়ুর কাছে। তাও ৯ উইকেটের বড় ব্যবধানে। প্রথম ম্যাচে জম্মু-কাশ্মীরের কাছে এক উইকেটে হারের পর মনে হয়েছিল দ্বিতীয় ম্যাচে হয়তো ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হবে। কিন্তু কোথায় কি? মাত্র ১৩৫ সনে ত্রিপুরার ইনিংস গুটিয়ে যাবে সেটা কিন্তু অনেকেই ভাবেননি। তাও প্রথমে ব্যাটিং এর আমন্ত্রণ পেয়ে। ভিনু মানকড় ট্রফি অনূর্ধ ১৯ জাতীয় ক্রিকেট। জয়পুরে ড. সোনি স্টেডিয়ামে খেলা শুরুতে টস জিতে তামিলনাড়ু প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ত্রিপুরার ছেলেরা ৪৪.২ ওভার খেলে ১৩৫ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে অর্কজিৎ রায় সর্বাধিক ৪০ রান পায়। এছাড়া, অভীক পাল ও দেবাংশু দত্ত দুজনেই ২২ করে রান করে। তনয় মন্ডলের ১৩ রানও কিছুটা উল্লেখ করার মতো। তামিলনাড়ুর প্রণব রাঘবেন্দ্র এবং দীপেশ তিনটি করে, থাসিস কান্নান দুইটি, প্রবীণ ও কিশোর একটি করে উইকেট পেয়েছে।

পাল্টা ব্যাট করতে নেমে তামিলনাড়ুর ছেলেরা বেশ দাপটের সঙ্গে ২০.৪ ওভার খেলে মাত্র এক উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ওপেনার নবীন এবং অভিনব কান্নান জুটি দায়িত্বপূর্ণ ব্যাট চালিয়ে দলের জন্য জয় এনে দেয়। রিয়াদ হোসেনের বলে বিনীত ব্যক্তিগত ৩০ রানে আয়ুষ দেবনাথের হাতে কট আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরলেও নবীন ৭১ রানে এবং অভিনব ৩১ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। গ্রুপ লীগের অন্য খেলায় পাঞ্জাব ৫ উইকেটের ব্যবধানে উড়িষ্যা কে পরাজিত করে। উড়িষ্যা নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ১৭৭ রান সংগ্রহ করলে জবাবে পাঞ্জাব ৩১.৩ ওভার খেলে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। অপর খেলায় জম্মু-কাশ্মীরও জয়ের ধারা অব্যাহত রাখে মিজোরামকে ১৪৪ রানে হারিয়ে। জম্মু-কাশ্মীর ৪৮.৫ ওভারে ২৮০ রান সংগ্রহ করলে মিজোরামের ইনিংস গুটিয়ে যায় ১৩৪ রানে।

পূর্ণেন্দু স্মৃতি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন লুধুয়া পিসি

ক্রীড়া প্রতিনিধি সাব্রুম। পূর্ণেন্দু স্মৃতি নক আউট প্রাইজমানি ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা পেল লুধুয়া প্লে সেন্টার।রবিবার টুর্নামেন্টের উত্তেজনাপূর্ণ ফাইনাল ম্যাচে লুধুয়া পরাজিত করলো উদয় পুরের আমরা বন্ধু প্লে সেন্টারকে।উল্লেখ্য বিন্দাস বয়েজ সামাজিক সংস্থা আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন হয় গত ১২ সেপ্টেম্বর। মহকুমার মোট ২২ টি দল এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। রবিবার টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্য্যায়ের খেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাঠে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রানজিত সিংহ রায়। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাবরুমের প্রাক্তন বিধায়ক শংকর রায়, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট শিবজ্যোতি দত্ত, সমাজসেবী শান্তিপ্রিয় ভৌমিক, তাপস লোধ প্রমুখ।

খেলার চ্যাম্পিয়ন দলকে নগদ দেড় লাখ টাকাসহ সুদৃশ্য ট্রফি তুলে দেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী প্রাণজিৎ সিংহ রায়।রানার্স দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন প্রাক্তন বিধায়ক শংকর রায়। রানার্স দল পুরস্কার হিসেবে পেল এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা সহ ট্রফি। আকর্ষণীয় প্রাইজমানি এই টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্বের খেলায় এদিন দারুন জয় তুলে নেয় লুধুয়া প্লে সেন্টার। খেলার প্রথমার্ধের ২০ মিনিটের মাথায় লুধুয়ার তারকা ফুটবলার পারভেজ ভূঁইয়া গোল দিয়ে লুধুয়াকে এগিয়ে দেন। ১-০ গোলে এগিয়ে থাকে লুধুয়া। উদয়পুরের আমরা বন্ধু প্লে সেন্টার মাঠ দাপিয়ে খেলেও প্রথমার্ধে কোন সুযোগ পায়নি।

খেলার দ্বিতীয়ার্ধে আমরা বন্ধু প্লে সেন্টার সহজ দুটি গোল মিস করেন। ফলে তাদের জেতার স্বপ্ন অনেকটাই কমতে থাকে।

দ্বিতীয়ার্ধের ২৫ মিনিটের মাথায় লুধুয়ার হয়ে এবার গোল করেন তেজ কুমার। ২-০ দল দলকে এগিয়ে রাখে।খেলার শেষ হওয়ার পাঁচ মিনিট আগে উদয়পুরের আমরা বন্ধুর হয়ে একটি গোল করেন শক্তি ত্রিপুরা। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে আমরা বন্ধু আর গোল দিতে না পারায় ২-১ গোলে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা তুলে নেয় লুধুয়া প্লে সেন্টার। এদিন টুর্নামেন্টের ট্রফি দখলের লড়াই উপভোগ করতে হাজার হাজার দর্শক উত্তেজনায় একটি প্রাণবন্ত ফুটবল টুর্নামেন্ট উপভোগ করলো। টুর্নামেন্টের সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হন বনকুল এফ সির জোয়ালা মিজো।ফাইনালে সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হন আমরা বন্ধুর শক্তি ত্রিপুরা। উদ্যোক্তা বিন্দাস বয়েজ টুর্নামেন্ট থেকে উঠা টাকা থেকে ১.৫০ লক্ষ টাকা মনুঘাটের বাসিন্দা অসুস্থ জয়শ্রী মজুমদারের পিতার হাতে তুলে দেয়। জয়শ্রী হার্টের রোগে ভুগছে। এছাড়া অপর এক অসুস্থ প্লেয়ার বসুরাম রিয়াং এর চিকিৎসার জন্য ৪০ হাজার টাকা তুলে দেয়।সাব্রুমের বয়েজ স্কুল মাঠটির কিছু সংস্কার দরকার। সাব্রুমের ক্রীড়া প্রেমী দর্শকরা মাঠটিতে নতুন গ্যালারি এবং কিছু সংস্কারের জন্য অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়ের কাছে দাবি জানান। অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় অবিলম্বে মাঠটি সংস্কার এবং গ্যালারি নির্মাণের ব্যাপারে উদ্যোগ নেবেন বলে আশ্বাস দেন। প্রায় ২৫ দিনব্যাপী এই টুর্নামেন্টটি সুন্দরভাবে সম্পূর্ণ হওয়ায় উদ্যোক্তাদের তরফে সাব্রুমের নাগরিকদের ধন্যবাদ জানানো হয়।এখানে উল্লেখ্য গত ২৩ মে সাবরুমের কৃতি সন্তান তথা বিন্দাস ভয়েস সামাজিক সংস্থার অন্যতম সদস্য পূর্ণেন্দু বিকাশ দত্ত(বিল্টু) রাত এগারোটার দিকে বাজার থেকে বাড়ি যাওয়ার পথে বিদ্যুতের সার্ভিস লাইন ছিড়ে রাস্তায় পড়ে থাকার কারণে বিদ্যুতের তারে আটকে প্রাণ হারান। তার স্মরণে এই টুর্নামেন্টের আয়োজন।

বিলোনিয়ায় জেলাভিত্তিক পাওয়ার লিফটিং সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বিলোনিয়া মাসকেল জার্জে জিমনাসিয়ামে রবিবার অনুষ্ঠিত হয় রাজ্যভিত্তিক আসরকে সামনে রেখে জেলা ভিত্তিক পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতা।

এদিন সকালে একদিনের এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য বিভাস চন্দ্র দাস, বিলোনিয়া পুর পরিষদের স্বাস্থ্য কমিটির চেয়ারম্যান অনুপম চক্রবর্তী, বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ স্কুল কমিটির চেয়ারম্যান মৃণাল দাস প্রমুখ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিলোনিয়া পাওয়ার লিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আক্তার হোসেন মজুমদার। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পরেই শুরু হয় টুর্নামেন্টের লড়াই। তাতে মহিলাদের সাব জুনিয়র ৪৭ কেজি বিভাগে প্রথম হয় পূজা দাস। ৫২ কেজিতে প্রথম পূর্ণিমা সরকার ও দ্বিতীয় শ্রাবণী দে।

৫২ উর্ধে বিভাগে প্রথম মামনি মগ, দ্বিতীয় মিঠু দাস ও তৃতীয় কৃষ্ণা নাগ। জুনিয়র মহিলাদের ৪৭ কেজি বিভাগে প্রথম সঙ্গীতা চৌধুরী। ৫২ কেজিতে প্রথম শিক্ষা মল্লিক। বালকদের সাব জুনিয়ারে ৫৩ কেজি বিভাগে প্রথম প্রদীপ বিশ্বাস, দ্বিতীয় দেবজিৎ বিশ্বাস ও তৃতীয় দীপরাজ দাস।

৫৯ কেজি বিভাগে প্রথম লোকনাথ দে, দ্বিতীয় বিকাশ পাল ও তৃতীয় প্রীতম ত্রিপুরা।

৬৬ কেজিতে প্রথম রাহুল দাস ও দ্বিতীয় অর্ণব সরকার। বালকদের জুনিয়রে ৫৯ কেজি বিভাগে প্রথম দীপ্তনু বিশ্বাস, দ্বিতীয় রামকৃষ্ণ দেবনাথ ও তৃতীয় শুভ দাস। ৫৩ কেজির উর্ধে প্রথম অভিজিৎ মালাকার, দ্বিতীয় কিষান দাস ও তৃতীয় নারায়ন দেবনাথ।

আগরতলায় জাতীয় মহিলা ফুটবল ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। একদিকে রাজ্য দল গঠনের প্রস্তুতি চলছে। অপরদিকে টুর্নামেন্ট আয়োজনে গঠিত সাব কমিটিগুলো যথাসময়ে প্রস্তুতি বৈঠকে বসছে। এক কথায় জাতীয় মহিলা ফুটবল আসরের গ্রুপ লীগ পর্য্যায়ের টুর্নামেন্ট ঘিরে প্রস্তুতি একেবারে তুঙ্গে। ইতোমধ্যে ৩৫ জন খেলোয়াড় নিয়ে সিলেকশন ট্রায়াল ক্যাম্প শুরু হলেও ৬ জন গরহাজির রয়েছে বলে ২৯ জনকে নিয়ে শিবির চলছে। কোচ সুজিত ঘোষ এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ রাজেশ রায়চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে অনুশীলন শিবির চলছে জোরকদমে। যথাসময়ে শিবিরে ডাক পাওয়া মহিলা ফুটবলারদের থেকে ২০ সদস্যের রাজ্য দল গঠন করা হবে। উল্লেখ্য, জাতীয় মানের ফুটবল আসর এবার বসছে আগরতলায়। ২৯ তম সিনিয়র মহিলাদের জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ তথা রাজমাতা জিজাভাই ট্রফি ২০২৪-২৫ এর গ্রুপ জি-এর ছয়টি ম্যাচ আগরতলায় অনুষ্ঠিত হবে। গ্রুপ লীগের জি গ্রুপে স্বাগতিক রাজ্য ত্রিপুরার পাশাপাশি সিকিম, চন্ডিগড় ও গুজরাট রয়েছে। যথাসময়ে তিনটি রাজ্যের সিনিয়র মহিলা ফুটবলাররা যথারীতি আগরতলায় চলে আসবেন। ২০ অক্টোবর, প্রথম দিনে দুবেলায় দুটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। প্রথম খেলায় সিকিম ও গুজরাট পরস্পরের মুখোমুখি হবে। দ্বিতীয় খেলায় চন্ডিগড় খেলবে স্বাগতিক ত্রিপুরার বিরুদ্ধে। ২২ অক্টোবর দ্বিতীয় দিনে প্রথম ম্যাচে গুজরাট খেলবে চন্ডিগড়ের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা ও সিকিম পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ২৪ অক্টোবর গ্রুপ লীগের তৃতীয় তথা অন্তিম দিনে প্রথম ম্যাচে সিকিম খেলবে চন্ডিগড়ের বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা ও গুজরাট পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ক্রীড়া সূচি অনুযায়ী টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলের খেলোয়াররা ১৮ অক্টোবর আগরতলায় রিপোর্ট করবে। এদিকে, জাতীয় পর্য্যায়ের এই ফুটবল টুর্নামেন্টের আংশিক সূচি অনুযায়ী গ্রুপ লীগের ছয়টি ম্যাচ আগরতলায় সুষ্ঠু ভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় নয়টি উপ-কমিটি গঠন করে দায়িত্ব বিকেন্দ্রীকরণ করে নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রতিটি উপকমিটি নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সম্মিলিত বৈঠকের পর পৃথক পৃথক সভায় নিজেদের মত বিনিময় করে নিচ্ছে।

লিভারপুলের জয়ে চিন্তায় ব্রাজিল

লিভারপুল, ৬ অক্টোবর (হি.স.): ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের সপ্তম রাউন্ডে ক্রিস্টাল প্যালেসের মাঠে ১-০ গোলে জয় পেল লিভারপুল। এই জয়ে শীর্ষ স্থানে থাকা নিশ্চিত করল আর্না স্লটের দল। প্রতিপক্ষের মাঠে শুরুতেই গোল পায় লিভারপুল। নবম মিনিটে গোলটি করেন ডিয়েগো জটা।

তবে ম্যাচ জিতেও স্বস্তিতে নেই লিভারপুল। কারন হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিতে পড়ে মাঠ ছাড়েন দলের নিয়মিত গোলকিপার অ্যালিসন বেকার। বেকার আছেন ব্রাজিলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ে চিলি ও পেরুর বিপক্ষে ম্যাচের ঘোষিত দলেও। তাই বেকারের ইনজুরিতে চিন্তায় ফেলল ব্রাজিল কোচ দরিভালকে।৭ ম্যাচে ষষ্ঠ জয়ে ১৮ পয়েন্টে শীর্ষে লিভারপুল।

উন্মুক্ত লীগ ভলিবল জমজমাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের একাংশের গভীর ষড়যন্ত্রের পরেও অব্যাহত রয়েছে ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত উন্মুক্ত পুরুষদের লিগ ভলিবল টুর্নামেন্ট। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়েই চলছে এই টুর্নামেন্টে। ক্রীড়া পর্ষদের অসহযোগিতায় ষড়যন্ত্রমূলকভাবে উমাকান্ত একাডেমির ভলিবল কোর্ট থেকে চলতে এই টুর্নামেন্টটি হস্তান্তর করে এখন চলছে এমবিবি কলেজ মাঠে।

টুর্নামেন্টের পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী রবিবার অনুষ্ঠিত হয় দুটি ম্যাচ।

তাতে দিনের প্রথম ম্যাচটি ছিল হান্টার বনাম এমবিবি কলেজের মধ্যে। কিন্তু এই ম্যাচে এমবিবি কলেজ দল অনুপস্থিত থাকায় ওয়াকওভার পেল হান্টার। বিনা লড়াইয়ে প্রথম ম্যাচে হান্টার পয়েন্ট পেলে যথারীতি ভাবেই অনুষ্ঠিত হয় এদিন দিনের দ্বিতীয় ম্যাচটি।

তাতে অংশ নেয় জুটমিল প্লে সেন্টার ও ইকফাই বি। দুইদলের এই ম্যাচে ইকফাই বি ২-০ সেটে (২৫-১৭,২৫-১৯) পরাজিত করে জুট মিলকে। আগামীকাল কোন ম্যাচ নেই। সুচি অনুযায়ী মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হবে দুটি ম্যাচ। তাতে প্রথম ম্যাচে অংশ নেবে জুটমিল ও বরক ইউনাইটেড। দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে লড়বে ত্রিপুরা পুলিশ ও ইকফাই এ।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে আজ বাধারঘাট স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাবের প্যান্ডেলে উন্মুক্ত হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর: যামিনী রূপে মা দুর্গা প্রতিমা এবং বাংলা সংস্কৃতি প্রসারের মন্ড পসজ্জা করে, এবার দুর্গা পুজোয় মেতেছে বাধারঘাট স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব। রবিবার এক সাক্ষাতকারে জানালেন পুজো কমিটির সম্পাদক বলরাম পাল। দুদিন পরেই শারদ উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে উঠবেন গোটা বিশ্বের সনাতনীরা। দুর্গা পুজো ৫ দিনের হলেও আগরতলা সহ রাজ্যের বেশ কয়েকটি স্থানে এই পূজোর রেশ থাকে ৭ থেকে ১০ দিন। তাই পুজোর কয়েকদিন আগে থেকেই পূজা মন্ডপ উদ্বোধনের ধুম পড়ে যায় আগরতলা শহরে। ষষ্ঠী পূজার কয়েকদিন আগে থেকেই আগরতলা শহরে প্যান্ডেল উদ্বোধনের একরকম প্রতিযোগিতা দেখা যায়। এবারও তার ব্যতিক্রম নেই। ইতিমধ্যে আগরতলা সহ রাজ্যের দুই তিনটি পুজো উদ্যোক্তারা প্যান্ডেল উন্মুক্ত করে দিয়েছেন দর্শনার্থীদের জন্য। সোমবার রাত আটটা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহার হাত ধরে পুজো মণ্ডপ উদ্বোধন করতে যাচ্ছে শহরের দক্ষিণাঞ্চলের বাধারঘাট স্থিত স্বামী বিবেকানন্দ ক্লাব। এবার তাদের থিম বাংলা সংস্কৃতির যামিনী রূপে মা দুর্গা। অর্থাৎ মা থাকবেন যামিনী রূপে। আর মণ্ডপ সজ্জায় থাকছে বাংলা সংস্কৃতি প্রসার। এছাড়াও পুজোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে এই ক্লাব। রবিবার এক সাক্ষাৎকারে এবিষয়ে বিস্তারিত জানান পুজো কমিটির সম্পাদক বলরাম পাল।

পুরাতন মালদায় বোমাতঙ্ক, ছড়ালো চাঞ্চল্য ও ভয়

মালদা, ৬ অক্টোবর (হি.স.): রবিবার সকালে পুরাতন মালদা পৌরসভার নয় নম্বর ওয়ার্ডের মঙ্গলবাড়ি স্কুল পাড়ায় বোমার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। একটি কালি মন্দির সংলগ্ন ফাঁকা জায়গায় সুতলি বোমার মতো দেখতে একটি বস্তু দেখতে পেয়ে এলাকাবাসী সন্দেহ করে যে সেটি বোমা হতে পারে। আতঙ্কিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই তারা মালদা থানায় খবর দেন। পুলিশ এসে সেই বস্তুটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় এবং পরে বোম স্কোয়াড এসে মঙ্গলবাড়ি মহানন্দা ব্রিজের কাছে সেটিকে নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা করে। তবে নিষ্ক্রিয় করার সময় একটি বিকট শব্দ হয়, যা এলাকাবাসীর মনে সন্দেহ আরও বাড়ায়। যদিও প্রশাসন জানিয়েছে, যে শব্দটি পরীক্ষামূলক যন্ত্রের ছিল, বোমার নয়, তবুও স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান সেটি আসল বোমা ছিল।এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে স্পষ্ট কোনও বক্তব্য আসেনি। এলাকাবাসীর মধ্যে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে।

সন্তোষ হোজাই অপহরণ-খুন মামলা, সরকারি আইনজীবী নিয়োগের নির্দেশ গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের

হাফলং (অসম) ৬ অক্টোবর (হি.স.) : সন্তোষ হোজাই অপহরণ ও খুন মামলার বিচার প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে বিশেষ সরকারি আইনজীবী নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে গুয়াহাটি উচ্চ আদালত।গুয়াহাটি উচ্চ আদালতে সিঙ্গল বেঞ্চে ডব্লিউপি (গ) জয়ন্তা হোজাইয়ে দাখিলকৃত ৩১৭৭/২০২৪ নম্বরে মামলা নম্বর ১৯/২০২৩-এর সঙ্গে জড়িত সকল অভিযুক্তর বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে উচ্চ আদালত তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছে। গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের নির্দেশে বলা হয়েছে, নির্দেশ জারির তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে আসাম পুলিশ আইনের ধারা ৯৮ (এ)/ ৯৯(৩)/ ৯৯(৫)/ সহ ১২০(বি)/ ৩৬৫/৩০২/৩০৪(এ)/২০১/৩৪ আইপিসির অধীনে রেজিস্ট্রিকৃত মামলা নম্বর ১৯/২০২৩-এর বিচার প্রক্রিয়া আরম্ভ করতে হবে। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ২৪ এপ্রিল লকডাউনের সময় ডিমা হাসাও জেলার অন্তর্গত হারাঙ্গাজাওয়ের বাসিন্দা ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইকে তাঁর বাড়ি থেকে সাত-আট জনের এক দুষ্কৃতকারীর দল অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল।তার পর ৩০ এপ্রিল ডিমা হাসাও জেলার লাংটিং থানার অন্তর্গত লাইলিং সংরক্ষিত বনাঞ্চলে মাটির নীচে পুতে রাখা অবস্থায় উদ্ধার হয়েছিল ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইয়ের পঁচাগলা মৃতদেহ।সন্তোষ হোজাইকে অপহরণ করে হত্যা করার অভিযোগে তাঁর স্ত্রী জয়ন্তা হোজাই ডিমা হাসাও জেলার তৎকালীন পুলিশ সুপার বীরবিক্রম গগৈ এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সূর্যকান্ত মরান সহ মোট ৭ (সাত) জন পুলিশ অফিসারকে অভিযুক্ত করে মামলা দায়ের করেছিলেন। বর্তমানে হাফলং সিজেএম আদালতে সন্তোষ হোজাইয়ের অপহরণ এবং হত্যা-মামলা হাফলং সিজেএম আদালতে বিচারাধীন অবস্থায় রয়েছে।কিন্তু এই বিচার প্রক্রিয়া ধীর গতিতে চলার জন্য জয়ন্তা হোজাই গুয়াহাটি উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলে। জয়ন্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গুয়াহাটি উচ্চ আদালত এই মামলার বিচার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে একজন সরকারি আইনজীবী নিয়োগ করার নির্দেশ দিয়েছে। আবেদনকারীর হয়ে বরিষ্ঠ আইনজীবী বেণুধর দাস এবং আইনজীবী ডেরিন থাওসেন গুয়াহাটী উচ্চ আদালাতে সওয়াল করেছেন।

প্রেস ক্লাবে লিফট বসানোর সিদ্ধান্ত, মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন

আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। ত্রিপুরা সরকার আগরতলা প্রেস ক্লাবে একটি লিফ বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেছেন যে, ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই লিফটি বসানো হবে। একসঙ্গে তেরজন এই লিফ ব্যবহার করে উঠা-নামা করতে পারবে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তের জন্য আগরতলা প্রেস ক্লাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে উষ্ণ অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছে। প্রেস ক্লাবের সকল সদস্য সদস্যা সহ সকল স্তরের সাংবাদিকরা এই সিদ্ধান্তে আপ্লুত। বর্তমান কার্যকরী কমিটির সদস্যরা নির্বাচিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ক্লাবে লিফ বসানোর দাবি রেখেছিলেন। এরপর মুখ্যমন্ত্রী নিজে উদ্যোগী হয়ে লিফ বসানোর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আগরতলা প্রেস ক্লাবে লিফ বসে গেলে চারতলার ছাদটিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা যাবে। প্রবীণ সদস্যরা তখন যেকোনো তলায় অনায়াসে যাতায়ত করতে পারবেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই সদর্থক ভূমিকার জন্য উনাকে আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে আবারো উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে এই আশা রাখছি যে আগামী দিনেও মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের ন্যায্য দাবিগুলো পূরণ।

আসন্ন শারদোৎসব এবং বস্ত্রদান অনুষ্ঠানে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর: ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্যোগে ও ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আঞ্চলিক কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় ও আগরতলা পৌর নিগমের ৩১নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের সহযোগিতায় আজ প্রতাপগড়স্থিত রামঠাকুর পাঠশালা উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে ১৫০ জন মহিলাকে নতুন শাড়ী কাপড় ও ১৫০ জন পুরুষ মানুষকে নতুন শার্ট বিতরণ করা হয়। এছাড়াও এই বিদ্যালয়ে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আগরতলা শহরের রোটারি ক্লাবের সহায়তায় ও ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আঞ্চলিক কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় এক স্বাস্থ্যশিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই স্বাস্থ্য শিবিরে তিনটি বিভাগ ছিল। শিশু, চর্ম ও মেডিসিন বিভাগ। বিশেষজ্ঞগন ডাক্তারদের ব্যবস্থাপনার পর বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ঔষধ রোগীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই স্বাস্থ্য শিবিরকে কেন্দ্র করে এলাকাবাসীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ করা গেছে। আজ এই মহতী অনুষ্ঠানে রাজ্যের রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য উপস্থিত ছিলেন। গ্রামীণ ব্যাংকের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আঞ্চলিক কার্যালয়ের আঞ্চলিক প্রধান শ্রীমতী পায়েল সাহা, ম্যানেজার অনুপম সোম ভৌমিক ও প্রদীপ পাল সহ ব্যাংকের অন্যান্য কর্মী ও আধিকারিকরা। ডাক্তার নিহার রঞ্জন দাস,ডাক্তার সঞ্জয় কুণ্ডু, ডাক্তার শ্যামল কৃষ্ণ বণিক, ডাক্তার কমল রঞ্জন দাস সহ অনেক অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ আজকের স্বাস্থ্য শিবিরে উপস্থিত হয়ে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন। এদিকে, বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভায় সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য দুর্গোৎসবকে সামনে রেখে রবিবার আগরতলা পুরো নিগমের ২২ নম্বর ওয়ার্ড এবং পৌর নিগমের ২১ নম্বর ওয়ার্ডে গরিব দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করেন। দুর্গাপূজা উপলক্ষে বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ছয়টি ওয়ার্ডের বিজেপির প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য এবং মন্ডল কমিটিগুলির উদ্যোগে রবিবার গরিবদের মধ্যে প্রস্ত্র বিতরণের আয়োজন করা হয়। সাংসদ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ দুস্ত মহিলাদের হাতে বস্ত্র তুলে দেন।এদিন বস্ত্র দান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য বলেন সামনেই দুর্গাপূজা। এবার দুর্গা পূজার আগে বন্যায় মানুষ মারাত্মক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। অনেকের পক্ষেই নতুন কাপড় কেনা অসম্ভব। এসব কথা মাথায় রেখে মা-বোনদের মুখে হাসি ফোটাতে এ ধরনের বস্ত্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান তিনি। রাজিব ভট্টাচার্য সমাজের অন্যান্যদেরকে এ ধরনের সামাজিক কাজকর্মে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন।

স্টাইপেন্ড বৃদ্ধি করায় রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে র‍্যালি অল ত্রিপুরা এনজিও এসটি বোর্ডিং ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট - এর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা ,৬ অক্টোবর: রাজ্য সরকার উপজাতির ছাত্র-ছাত্রীদের স্টাইপেন্ড ৪০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে এক হাজার টাকা করায় রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে রেলি সংগঠিত করল অল ত্রিপুরা এনজিও এসটি বোর্ডিং ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। দীর্ঘদিন ধরে উপজাতি উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের স্টাইপেন্ড ৪০০ টাকা ছিল। বর্তমান সরকার দ্রব্যমূল্য সহ সামগ্রিক বিষয় বিবেচনা করে স্টাইপেন্ড বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনাক্রমে স্টাইপেন্ড ৪০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে এক হাজার টাকা করার ঘোষণা দেওয়া হয়। তাতে উপকৃত হবে উপজাতি ছাত্রছাত্রীরা। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে ধন্যবাদ জানিয়ে রবিবার আগরতলা শহরে ধন্যবাদ রেলি সংগঠিত করে অল ত্রিপুরা এনজিও এসটি বোর্ডিং ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট। রেলিটি আগরতলা শহরের বিবেকানন্দ ময়দান সংলগ্ন এলাকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন পদ-পরিক্রমা করে।

বাংলাদেশে দুর্গাপূজায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ র‍্যাব ও সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।।

বাংলাদেশে এবারের শারদীয় দুর্গাপূজায় কোনো নিরাপত্তাঝুঁকি নেই বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। রবিবার বিকেলে ঢাকার রমনা কালীমন্দির পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন।স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, দুর্গাপূজা যেন ভালোভাবে নির্বিঘ্নে হয়, সেজন্য আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে ৮ দফা নির্দেশনা প্রতিটি পূজামণ্ডপে পাঠিয়েছি। এছাড়া বিভাগীয় কমিশনার, ডিআইজি, এসপি, ডিসি, ইউএনও, ওসিসহ আমাদের প্রশাসনে যারা রয়েছেন, সবাইকে আমরা নির্দেশনা পাঠিয়েছি।স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, পূজা কমিটি ভালো আয়োজন করেছে। তারা এখানে ২৪ ঘণ্টা সেচ্ছাসেবী দিয়েছে। স্বেচ্ছাসেবীরা ২৪ ঘণ্টা থাকবেন। এবার কোনো ধরনের নিরাপত্তাঝুঁকি নেই। পূজা এবার নির্বিঘ্নে হবে। এ সময় উসকানির বিরুদ্ধে সত্য ঘটনা তুলে ধরতে গণমাধ্যমকে আহ্বানকে জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।তাছাড়া দুর্গাপূজায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ, র‍্যাব ও আনসারের পর্যাপ্ত সদস্যের পাশাপাশি সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এবার কোথাও কোনো ঘটনা ঘটলে যাতে তাৎক্ষণিক খবর পাওয়া যায় ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের (এনটিএমসি) মাধ্যমে সে ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

বিলেতি মদ সহ গ্রেপ্তার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর: আগরতলা পূর্ব থানার আড়ালিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে বিলাতি মদ উদ্ধার করল পুলিশ। একজন মদ বিক্রেতাকে আটক করা হয়েছে। আগরতলা আড়ালিয়া এলাকায় মদ বিরোধী অভিযান চালালো পুলিশ। পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার ড: কিরণ কুমার কে ও পূর্ব থানার ওসি রানা চ্যাটার্জির নেতৃত্বে আড়ালিয়া এলাকা থেকে এক ব্যক্তি সহ একটি স্কুটি থেকে প্রচুর পরিমাণে বিলাতি মদ উদ্ধার হয়। পূজার প্রাক্কালে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার লোককে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার জানিয়েছেন। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি জানান।

বীরচন্দ্রমনুর শহীদ মিনার চত্বর জঙ্গল কেটে সাফাই বাম কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৬ অক্টোবর: সিপিআইএম নেতা-কর্মীরা রবিবার বীরচন্দ্রমনুর শহীদ মিনার চত্বর জঙ্গল কেটে সাফাই করেন। সিপিআইএম দক্ষিণ জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, বিলোনিয়া মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত, বিধায়ক দীপংকর সেন, অশোক কুমার মিত্র সহ শান্তিরবাজার মহকুমার দলীয় নেতা - কর্মীরা গোটা শহীদ মিনার চত্বর সাফাই করেন। শহীদ মিনার চত্বরে সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য পরীক্ষিত পরীক্ষিত মুড়াসিং এক সাক্ষাৎকারে ১৯৮৮ সালের ১২ অক্টোবরের ঘটনার কথা তুলে ধরে আগামী ১২ অক্টোবর বীরচন্দ্রমনুর শহীদদের শহীদান দিবস গোটা রাজ্যের সঙ্গে বীরচন্দ্রমনুতে পালিত হবে বলে জানান।

চোর সন্দেহে আটক দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৬ অক্টোবর: একের পর এক রাবার চুরির ঘটনায় একদিকে যেমন নাজেহাল রাবার মালিকরা তেমনি অন্যদিকে ব্যতিব্যস্ত পুলিশ। প্রতিনিয়ত বিলোনিয়া থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় ছোটখাটো রাবার চুরির ঘটনা ঘটার পর পুলিশে অভিযোগ জানানোর পরেও অধরা থাকে চোরেরা। তাই প্রতিনিয়ত কোথাও না কোথাও হানা দিয়ে তারা চুরির ঘটনা সংঘটিত করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে গতকালের পর আবার আজ পূর্ব কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মাইছড়া হাসপাতাল এবং বাজার সংলগ্ন এলাকায় প্রসেনজিৎ মজুমদার নামে এক রাবার চরকে হাতেনাতে ধরল এলাকার স্থানীয় জনগণ। সাথে সাথে মাইছড়া বাজারে একটি বিদ্যুতের খুটির সাথে বেঁধে রাখে দুজনকে। পরবর্তী সময়ে বিলোনিয়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। চোর প্রসেনজিৎ মজুমদার নিজ মুখে চুরির ঘটনা স্বীকার না করলেও কথাবার্তার অসংলগ্নতা পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে সেই এই চুরিকান্ডের সাথে যুক্ত। আর সব সময় থাকে যোগ্য সঙ্গত দিয়ে যায় অটো গাড়ির চালক এবং মালিক নরেশ দেবনাথ। দুজনেই চুরির ঘটনা অস্বীকার করে। তবে জনগণ রাবার সহ দুজনকেই হাতেনাতে আটক করেছে। চোর প্রসেনজিৎ মজুমদারের বাড়ি পূর্ব কলাবারিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গাছ বাড়িয়া এলাকায় আর নরেশ দেবনাথের বাড়ি ঋষ্যমুখ ব্লক এলাকার গাবুরছড়া এলাকায়। জানা যায় প্রসেনজিৎ মজুমদার নেশা সেবনকারী এবং বিক্রেতা। একমাত্র নেশার কারণে প্রতিদিন কোন না কোন জায়গায় এই ধরনের চুরির ঘটনা ঘটে চলছে। এখন দেখার বিষয় বিলোনিয়া থানার পুলিশ রাতের বেলায় জনগণকে স্বস্তি দিতে এই চুরি কান্ড এবং চোরেদের বিরুদ্ধে কতটা ভূমিকা পালন করে। বিলোনিয়াতে প্রতি নিয়ত এই ধরনের ঘটনায় আতঙ্কিত বিলোনিয়া বাসি।

মিডিয়া এডভাইসরি কমিটি গঠিত

আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহাকে চেয়ারম্যান করে রাজ্যে একটি মিডিয়া এডভাইসরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মিডিয়া সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার লক্ষ্যে এই মিডিয়া এডভাইসরি কমিটি গঠিত হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদক, প্রবীণ সাংবাদিক, বিশিষ্ট সাংবাদিক, সংবাদ প্রতিনিধি ও ফটো জার্নালিস্টদের নিয়ে এই মিডিয়া এডভাইসরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে রয়েছেন সোতরঞ্জন খিসা, সুবল কুমার দে, সমীরণ রায়, শেখর দত্ত, প্রদীপ দত্ত ভৌমিক, সঞ্জীব দেব, অরুণ নাথ, শানিত দেবরায়, অনল রায় চৌধুরী, দিবাকর দেবনাথ, জয়ন্ত কুমার ভট্টাচার্য, সুপ্রিয় দত্ত, স্বপন ভট্টাচার্য, সুজিত দে, জয়ন্ত দেবনাথ, প্রণব সরকার, উত্তম চক্রবর্তী, নবেন্দ ভট্টাচার্য, মানস পাল, বিশ্বেন্দ ভট্টাচার্য, বাপি রায় চৌধুরী, দেবাশিস ভট্টাচার্য (সেবক), অসিত বরণ ঘোষ, সজল কান্তি বৈদ্য, অনুপম ভট্টাচার্য, সৌরজিৎ পাল, অভিজিৎ ঘোষ, রমাকান্ত দে, মনিষ আচার্য, অভিসিক্তা লোধ, সুব্রত ঘোষ, মহুয়া কর ও প্রসেনজিৎ ভট্টাচার্য। তাছাড়া এই মিডিয়া এডভাইসরি কমিটিতে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ভাইস চেয়ারম্যান এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা আহ্বায়ক হিসেবে থাকবেন। বিজ্ঞপ্তি জারির দিন থেকে এক বছর এই কমিটির মেয়াদ থাকবে। উল্লেখ্য, রাজ্যের সংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যমের কল্যাণে সরকার আন্তরিক। এই লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের পাশাপাশি গতকালই মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আগরতলা প্রেস ক্লাবে লিফট ইনস্টলেশনের অনুমোদন দিয়েছেন। এজন্য ব্যয় হবে ৭৮ লক্ষ টাকা।

স্মরণে অরিন্দম নাথ

আগরতলা, ৬ অক্টোবর।। দীর্ঘ সময় রাজ্যের উগ্রপন্থী সমস্যা নিরসনে কাজ করেছেন,আবার 'পুলিশের চোখে মহাভারত' বইটি লিখেছেন অন্য আঙ্গিকে।তার অকাল প্রয়াণে শোকস্তব্ধ পরিবারের সাথে সহমর্মী এ রাজ্যের অনেক অংশের মানুষ।'আখ্যানের বিকেল' আয়োজিত এক স্মরণ সভায় প্রয়াত পুলিশ অফিসার অরিন্দম নাথের স্মৃতিচারণ সভায় পাঠক,লেখক, আলোচকরা উপস্থিত ছিলেন। শনিবার সন্ধ্যায় এগিয়ে চলো সংঘের হলঘরে আখ্যানের বিকেল আয়োজন করেছিল এক শ্রদ্ধাঞ্জলী স্মরণ অনুষ্ঠান।প্রয়াত অরিন্দম নাথের স্মরণসভায় প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ও একমিনিট নীরবতার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়।শুরুর বক্তা ছিলেন তার দাদা ডাক্তার দেবাশিস নাথ। ছোট ভাই ছোট থেকেই মেধাবী ছিলেন,এবং কর্মক্ষেত্রে তার উল্লেখযোগ্য ভূমিকার কথা সহ বিভিন্ন দিক নিয়ে বলেন।বৌদি অধ্যাপিকা শর্বরী নাথ বলেন, পারিবারিকভাবে সবাই তাকে নির্ভর করতো। সবার সাথে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের বিষয়টিকে তিনি তুলে ধরেন।এছাড়া তার দীর্ঘদিনের সহকর্মী আইজিপি কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী শ্রীনাথের কর্মজীবনের সাথে ক্রিকেট প্রেমের প্রসঙ্গে আলোচনা করেন।সাংবাদিক মানস পাল বন্ধুত্বের দিক, গল্পকার পারিজাত দত্ত শ্রীনাথের সেন্ট্রাল ডিএসপি থাকার সময়ে শব্দদূষণের বিরুদ্ধেও তার ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। নন্দিতা দত্ত অরিন্দম নাথের লেখার অংশবিশেষ পাঠ করেন।

সীমান্তে ৬ জন বাংলাদেশী গ্রেফতার

স্বরূপনগর, ৬ অক্টোবর (হি.স.): উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগর সীমান্তে অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করার সময় ৬ জন বাংলাদেশী নাগরিককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রবিবার ভোরে সরূপনগরের তারালি ও বিথারী সীমান্ত দিয়ে এই বাংলাদেশীরা অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করছিল। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ১৪৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা তাদের আটক করে, কারণ তারা বৈধ কোনও কাগজপত্র প্রদর্শন করতে পারেননি। এদিনই তাদের আদালতে পেশ করা হয়।পরে তাদের স্বরূপনগর থানা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশি তদন্তে জানা গেছে, এই বাংলাদেশীরা দীর্ঘদিন ধরে ভারতে কাজের খোঁজে বসবাস করছিল এবং সম্প্রতি তারা বরিশাল ও খুলনা জেলার নিজ নিজ বাড়িতে ফেরার চেষ্টা করছিলেন। তাদের বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

রোটারি ক্লাব অব আগরতলার উদ্যোগে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৬ অক্টোবর: রবিবার রোটারি ক্লাব অব আগরতলা, সুমন ফাউন্ডেশন ও আইএমএ (পশ্চিম ত্রিপুরা) যৌথ উদ্যোগে এবং রোটারী ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ৩২৪০ এর আর্থিক অনুদানে বামুটিয়া বিধানসভার অন্তর্গত হরেন্দ্রনগর চা বাগানে এক শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে পঞ্চাশ জন বাচ্চাদের মধ্যে বিভিন্ন পঠনপাঠন সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। সাম্প্রতিক বিধ্বংসী বন্যায় রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি স্কুলের ছাত্রদের ও বিভিন্ন পঠনপাঠন সামগ্রী ও ক্ষতি হয়। বাচ্চাদের এই অসুবিধার কথা মাথায় রেখে রোটারি ক্লাব অব আগরতলা, সুমন ফাউন্ডেশন ও আই এম এ (পশ্চিম ত্রিপুরা)যৌথ উদ্যোগে এবং রোটারী ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিক্ট ৩২৪০ এর আর্থিক অনুদানে বামুটিয়া বিধানসভার অন্তর্গত হরেন্দ্রনগর চা বাগানে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে রোটারি ক্লাব অব আগরতলা, আই এম এ (পশ্চিম ত্রিপুরা শাখা)ও সুমন ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বাচ্চাদের পঠনপাঠনের বিভিন্ন সামগ্রীর ব্যবসা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণধন দাস এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী বাদল চন্দ্র দাস উপস্থিত ছিলেন। রোটারি ক্লাব অব আগরতলার সেক্রেটারি রোটারিয়ান ডাঃ বিধান গোস্বামী ও আই এম এ পশ্চিম ত্রিপুরা শাখা ও সুমন ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে রোটারিয়ান ডাঃ দীপংকর প্রকাশ ভৌমিক উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়াও রোটারিয়ান ডাঃ সুবল দেবনাথ, রোটারিয়ান ইঞ্জিঃ প্রিয়নাথ দাস এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাচ্চাদের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে।রোটারি ক্লাব অব আগরতলার তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে তাদের এই সমস্ত সামাজিক কর্মসূচী আগামী দিনগুলোতেও জারি থাকবে।

৭-রামনগর বিধানসভা ১৪-নং ওয়ার্ডের ৭-নং বুথে বিধায়ক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ৭-রামনগর বিধায়ক তথা আগরতলা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র দীপক মজুমদার।উপস্থিত ছিলেন ১৪-নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটের স্নিগ্ধা দাস দেব, মন্ডল সভাপতি তাপস দেব ও বুথ সভাপতি শেখর দেব ও বুথের সম্মানিত সদস্যসদস্যাগন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।